NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যেই নিম্নবর্গের প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

লুঠে বাধা দেওয়ায় ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে গুলি দুষ্কৃতিদের ৬

কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৪ ৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.7.2024, Vol.18, Issue No. 46 8 Pages, Price 3.00

মানহানি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের করা মানহানি মামলায় অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ ছাড়াই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এই দাবি করা হল মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তরফে।

সৌমেন্দ্রনাথের দাবি, অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে গিয়ে মানহানি করা হয়েছে এমন কোনও পর্যবেক্ষণ না রেখেই নির্দেশ দিয়েছেন সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি। তিনি বলেন, 'জনগণের স্বার্থে ওই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপালের উদ্দেশে তাঁর কোনও মন্তব্যই মানহানিকর নয়। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে মানহানি হয়েছে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি। সিঙ্গল বেঞ্চ এই বিষয়টি খতিয়ে না দেখেই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে।' বুধবার বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে সময়ের অভাবে শুনানি সম্পূর্ণ হয়নি। বৃহস্পতিবার আবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যপাল বোস। তৃণমূলের দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন সরকার এবং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও ওই মামলায় যুক্ত করা হয় রাজ্যপালের তরফে। গত ১৬ জুলাই বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে শুনানি হয় এই মামলার। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর দাবি অনুযায়ী, তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বেশ কিছু মন্তব্যে। ওই রকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত। আগামী ১৪ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যপালের মানহানি হয় এমন কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

যদি এই পর্যায়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ মঞ্জুর-না করা হয় তবে মামলাকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দেওয়ার বিষয়টিতে উৎসাহ দেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়েছিলেন বিচারপতি রাও। সেই অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা মামলায় মমতার আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর মক্কেলের মন্তব্যে কোন যুক্তিতে মানহানি হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা জনসমক্ষে রয়েছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকে তিনি ওই মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। এখন মূল ঘটনার অভিযোগকারিণী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। ফলে এ নিয়ে রাজ্যপালের কী ভাবে মানহানি হল? এই মামলায় কোনও সংবাদমাধ্যমকে যুক্ত করা হয়নি'।

উত্তরবঙ্গকে মিলিয়ে দেওয়া হোক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব সুকান্তর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রস্তাব। বিজেপির ভিতরেও এমন দাবি উঠেছে। তবে দলের পক্ষে এমন কোনও পরিকল্পনা নেই বলেও বারংবার জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। এ বার রাজ্য ভাগ না করেই উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যুক্ত করার দাবি তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বুধবার এ নিয়ে একটি প্রস্তাবও তিনি জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে। সেখানে বাংলার উত্তরাংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অনেক মিলের দাবি জানিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধা হবে বলেও লিখেছেন সুকান্ত।

বৃহস্পতিবার দিল্লি সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে বলেও জল্পনা। তার আগে বুধবার মোদির সঙ্গে সুকান্তের বৈঠক হয়। সেখানে বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও তিনি মোদির সঙ্গে কথা বলেন। সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দেন। এ নিয়ে সুকান্ত বলেন, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন এত দিন ঠিক ভাবে হয়নি বলেই বারংবার বিভিন্ন দাবি ওঠে। এখন প্রধানমন্ত্রী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। সে জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দও রয়েছে। ফলে উত্তরবঙ্গকে নতুন মর্যাদা দিলে উন্নয়নে গতি আসবে।' সুকান্তের এটাও দাবি যে, 'এর ফলে রাজ্য সরকারের কোনও আপত্তি থাকবে না বলেই মনে করি। কারণ, আদতে রাজ্যেরই উন্নতি হবে।'

ফাইল চিত্র

প্রসঙ্গত, সুকান্ত শিক্ষা মন্ত্রকের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকেরও প্রতিমন্ত্রী। মনে করা হচ্ছে নিজের দপ্তরের এলাকা বাড়ানোর লক্ষ্যেই সুকান্তের এই উদ্যোগ। তাঁর লোকসভা এলাকা বালুরঘাটও উত্তরবঙ্গে। সেই দিক থেকে তাঁর মন্ত্রকের অধীনে উত্তরবঙ্গকে আনতে পারলে নিজের এলাকার উন্নয়নেও কাজ করতে পারবেন সুকান্ত।

যদিও তৃণমূলের পক্ষে এমন দাবিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'এ সব বাজে কথা। আসলে ভোটে বিপর্যয়ের দায় নিজের ঘাড় থেকে সরিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর উপরে চাপাতেই মোদির কাছে গিয়েছিলেন। যাঁরা বাংলার প্রাপ্য টাকার দাবিকে সমর্থন করে না, বাংলাকে বঞ্চিত করার পক্ষে তাঁরা কোনও ভাবেই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কিছু চাইতেই পারে না।'

বাজেট নিয়ে সংসদে প্রথম বক্তৃতায় কেন্দ্রকে আক্রমণ তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: অষ্টাদশতম লোকসভার বাজেট অধিবেশনে তাঁর প্রথম বক্তৃতার সময়েই সরকার পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি এতটাই দূর পর্যন্ত যায় যে, বক্তৃতা থামিয়ে অভিষেক বলে বসেন, সরকার পক্ষের সাংসদেরা ক্ষমা না-চাওয়া পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা শুরু করবেন না। স্পিকার অবশ্য তাঁকে সে জন্য মৃদু সতর্কীকরণও শোনান। পরে উভয় পক্ষের বক্তব্যই সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ায় আবার বক্তৃতা শুরু করেন অভিষেক।

ঘটনার সূত্রপাত অভিষেক বক্তৃতা শুরু করার বেশ কিছু ক্ষণ পরে। প্রথম থেকেই মোদি সরকারের বাজেট নিয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। নথিপত্র নিয়ে তৈরি হয়েই তিনি এসেছিলেন লোকসভায়। সেই নথি থেকে তথ্য তুলে ধরে ধরে অভিষেক আক্রমণ করতে থাকেন ২৪ ঘণ্টা আগে পেশ-করা নির্মলা সীতারমণের বাজেটকে। কেন্দ্রীয় বাজেটে বৈষম্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি।

অভিষেক এদিন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা আক্রমণ করেন। প্রথমেই তিনি বলেন, 'আমি সেই ভাষাতেই কথা বলব, যা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বোঝেন।' বাজেটের ইংরেজি বানানকে ভেঙে মোদিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। ইংরেজি 'বাজেট' শব্দটিকে ভেঙে ভেঙে অভিষেক বলেন, 'বি মানে বিট্রে (বিশ্বাসঘাতকতা), ইউ মানে আনএমপ্লয়মেন্ট (বেকারত্ব), ডি মানে ডিপ্রাইভ (বঞ্চনা), জি মানে (গ্যারান্টি), ই মানে একসেনট্রিক (উদ্ভট) এবং টি মানে ট্র্যাজেডি (দুঃখজনক)।' প্রতিটি ক্ষেত্রে উদাহরণও দেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'মোদি সরকার দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি 'অচ্ছে দিনে'র কথা বলেছিল। কিন্তু কিছুই ভাল হয়নি।' ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের কথায় উঠে এসেছে মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গও। পাশাপাশিই তিনি মোদিকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'শরিকদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে মোদি সরকারকে। শরিকদের সন্তুষ্ট করতে এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।'

বন্যা-বঞ্চনা নিয়ে সরব অভিষেক

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: মঙ্গলবার বাজেট বক্তৃতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোদি সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন নির্মলা সীতারমণ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, এই উদ্যোগে নাম ছিল না পশ্চিমবঙ্গের। অথচ, প্রায় প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ বন্যার কবলে পড়ে। বুধবার, প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে 'বাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই বঞ্চনা' নিয়েই সরব হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই বাংলা বিরোধী অবস্থান নিয়েছে মোদি সরকার। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তিনি বলেন, 'বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বন্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছেন। বিহার, অসম, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম এবং উত্তরাখণ্ডের। উত্তরবঙ্গ দেশের অন্যতম বন্যা দুর্গত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাকে ফের বঞ্চনা করা হয়েছে। অথচ, উত্তরবঙ্গের ৮টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিতেই বিজেপির সাংসদ রয়েছে। আশা করি জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের মানুষ আমার কথা শুনছেন।'

ঘটনাচক্রে, অভিষেক মঙ্গলবারেই বাজেট পেশের পরে তার কড়া নিন্দা করেছিলেন সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে। বুধবার লোকসভায় ঠিক সেখান থেকেই তিনি তাঁর আক্রমণ শুরু করেন। মঙ্গলবারের মতোই শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে অভিষেক মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন। বলেন, এই বাজেট শুভেন্দুর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশের বদলে যো হমারে সাথ, হম উনকে সাথ' বক্তব্যকেই প্রমাণ করেছে।

বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার কথাও বলেছেন রাজ্যের শাকদলের অন্যতম শীর্ষনেতা। তাঁর কথায়, '২০২১ সালে বাংলায় বিজেপি ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকে কেন্দ্র কোনও প্রকল্পে একটা টাকাও দেয়নি।' আবাস যোজনা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উদাহরণ দেন অভিষেক। জিএসটি, নোটবন্দির কথাও বলেন। তৃণমূলের সেনাপতির কথায়, 'কালো টাকা ফিরবে বলে দাবি করে নোটবন্দি চালু করেছিল মোদি সরকার। কিন্তু আদৌ তা বাস্তবায়িত হয়নি।' ২০১৬ সালের কলকাতার পোস্তা উড়ালপুল ভেঙে পড়ার ঘটনার উল্লেখ করে অভিষেক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী কলকাতার একটি সেতু ভেঙে পড়া নিয়ে বলেছিলেন, 'অ্যাক্ট অফ গড নয়, অ্যাক্ট অফ ফ্রড'। কিন্তু গুজরাতের মোরাবি সেতু বিপর্যয়, একাধিক রেল দুর্ঘটনাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সেগুলোকে কী বলবেন মোদি?' মনে করিয়ে দেন, 'এ বারের বাজেটে রেলের সুরক্ষা, কবচ এ সব বিষয় নিয়ে কোনও কথার উল্লেখ নেই।'

বিধানসভায় পাশ হল নিট বিরোধী প্রস্তাব

হিমশৈলের চূড়ামাত্র: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: তামিলনাড়ু, কেরালের পর এবার এরাজ্যের বিধানসভাতেও ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ হল। ফের রাজ্যগুলির হাতে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার এক্তিয়ার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে ওই প্রস্তাবে। বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে ওই প্রস্তাবের অভিযোগ করা হয়েছে। বুধবার বিধানসভায় ওই প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিট পরীক্ষা নিয়ে বড়সড় দুর্নীতির অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, নিট নিয়ে গন্ডগোলের দুটো ধাপ বা স্তর আছে। একটা গ্রেস, আরেকটা নাম্বার জালিয়াতি। লুকিয়ে চুরিয়ে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে গ্রেস দেওয়ার ফলে ২৪ লক্ষ পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, সরকার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ না মানলেও বিহার, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রশ্ন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, নিট পরীক্ষায় যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। ব্রাত্যর কথায়, 'আজ হিমশৈলের চূড়া বললাম। এর গভীরতা ও ঘনত্ব অনেক বেশি। পাটনায় কিছু গ্রেপ্তার হল। তদন্তে দেখা গেল অর্থের বিনিময়ে একটা চক্র চলছিল। চাপে পড়ে এনটিএ তার ডিজিকে সরাল। কিন্তু রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট চেয়ারম্যান আজও বসে আছেন।' মোদিকে কটাক্ষ করে ব্রাত্য আরও বলেন, 'গোটা দেশে একজন চুপ করে আছেন নিট নিয়ে। তিনি হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।' শিক্ষামন্ত্রী দাবি জানা, লাইন ভিত্তিক স্বচ্ছ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা আয়োজন করবে। প্রস্তাবটির উত্থাপক পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদের চট্টোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতিতে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে চারটি সি-এর উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল কেন্দ্রীকরণ বা সেন্ট্রালাইজেশন বাণিজ্যিকীকরণ বা কমার্শিয়ালাইজেশন সাম্প্রদায়িকরণ বা কমিউনালাইজেশন এবং দুর্নীতি বা করাপশন। নিট পরীক্ষার অনিয়ম স্বাধীনতার পরে সব থেকে বড় দুর্নীতি বলে তিনি অভিযোগ করেন। আলোচনার শেষে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হয়।

'বাজেটে কোনও রাজ্যকেই অবহেলা করা হয়নি'

সাফাই অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: মঙ্গলবার ২০২৪ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তার পর থেকেই এই বাজেটকে 'কুর্সি বাঁচানোর বাজেট' বলে তোপ দাগতে দেখা দিয়েছিল বিরোধীদের। এর পর বুধবার সকালে সংসদের বাইরে একযোগে বিক্ষোভ দেখালেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। তার জবাবেই রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী দাবি করলেন, কোনও রাজ্যকেই অবহেলা করা হয়নি বাজেটে। বিরোধীরা দেশের নাগরিকদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তাঁর ভাষণের পরই রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করলেন বিরোধী সাংসদরা।

এদিন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, বর্ষীয়ান নেত্রী সোনিয়া গান্ধি ছাড়াও তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব-সহ ডিএমকে ও বাম সাংসদরা যোগ দেন বিক্ষোভে। তাঁদের দাবি, 'আমরা ইন্ডিয়া বাজেট চাই, এনডিএ বাজেট নয়।'

বিরোধীদের জবাব দিতে গিয়ে রাজ্যসভায় নির্মলা বলেন, 'প্রতিটা বাজেটে দেশের সমস্ত রাজ্যকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।' পরে তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রের ভন্ধাভনে একটি বন্দর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক। কিন্তু বাজেট ভাষণে আলাদা করে মহারাষ্ট্রের নাম উল্লিখিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'তার মানে কি মহারাষ্ট্রকে অবহেলা করা হয়েছে? এটা কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধীদের ইচ্ছাকৃত প্রয়াস মানুষকে বোঝানোর যে, আমাদের রাজ্যগুলিকে অবহেলা করা হয়েছে? এটি একটি আপত্তিকর অভিযোগ।'

আলোচনায় কাটল জট, উঠল রাজ্যে আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠকে মিলল সমাধান সূত্র। তিনদিন পর আলু ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে বাজারে আলুর জোগান স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিন হুগলির হরিপালে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার বৈঠকের পরে যৌথভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈঠকের পর বেচারাম মান্না বলেন, রাজ্যের মানুষের স্বার্থে আলু ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন। হিমঘর থেকে ২৬ টাকা কিলো দরে আলু দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। আলু ব্যবসায়ীরা যদি কথা রাখেন তাহলে বাজারে ৩০ টাকারও কম দামে আলু পাওয়া যাবে। তাঁর দাবি, দেশের অন্য রাজ্যে আলুর দাম চড়া। সেই তুলনায় এই রাজ্যে আলুর দাম কম। তবে ব্যবসায়ীরা আলু বাইরে পাঠানোর যে দাবি জানিয়েছেন আলুর জোগান স্বাভাবিক হলে তারপরই সেটা নিয়ে ভাবা হবে বলে মন্ত্রী জানান। অন্যদিকে, প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির তরফে লালু মুখার্জি জানান, মানুষের স্বার্থে ধর্মঘট তুলে নিচ্ছেন। তবে রাজ্যের বাইরে আলু পাঠানোর পথ খুলে দাবি জানিয়ে ফের সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানাবেন।

উল্লেখ্য, আন্তঃরাজ্য সীমান্তে পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। আন্দোলনের জেরে হিমঘর থেকে আলু বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়। আড়তগুলোতে আলুর যোগান কমতে থাকে। যার প্রভাব পরে বাজারে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের কোনও বাজারে ৪০ টাকা কোথাও কিলো প্রতি ৪৫ টাকা দাম উঠে যায় জ্যোতি আলুর। চন্দ্রমুখীর দাম আরও বেশি। কিলো প্রতি ৫০ টাকা। এমতবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী। সেই বৈঠকেই মেলে সমাধান সূত্র।

নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১৮

কাঠমান্ডু, ২৪ জুলাই: ফের বিমান দুর্ঘটনা নেপালে। নেপালের স্থানীয় সময় বুধবার সকাল ১১টা। সকাল থেকেই আবহাওয়া খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। বোম্বার্ডিয়ার সিআরজে ২০০ বিমানটি ১৯ জন যাত্রী নিয়ে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে পোখরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। রানওয়ে ছেড়ে সেটি উড়তেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পাইলট। এক চক্কর মেরে বিমানটি রানওয়ে থেকে কয়েকশো ফুট দূরে গোত্তা খেয়ে আছড়ে পড়তেই আগুন ধরে যায়। বিশাল আগুনের গোলা আকাশের দিকে উঠতে দেখা যায়। তার পরই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দুর্ঘটনার সেই মুহূর্তের ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, রানওয়ে ছাড়তেই বিমানটি বাঁক নিয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ি এলাকায়। তার পরই একটা বিস্ফোরণ হয়। দু'টুকরো হয়ে যায় বিমানটি। ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বেঁচে গিয়েছেন পাইলট। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। যে বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল সেটি সূর্য এয়ারলাইন্সের। এই সংস্থার তিনটি বিমান রয়েছে। প্রত্যেকটি বোম্বার্ডিয়ার সিআরজে ২০০। বিমানগুলিতে যাত্রী আসন সংখ্যা ৫০।

তবে বুধবার যে বিমানটি ভেঙে পড়ে, তাতে পাইলট-সহ ১৯ জন ছিলেন। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ওই বিমানে ১৭ জন টেকনিশিয়ান, পাইলট এবং এক বিমানকর্মী ছিলেন। ১৭ জনকে নিয়ে পোখরাতে যাচ্ছিল বিমানটি। সেখানে অন্য একটি বিমান মেরামতির জন্য টেকনিশিয়ানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফ্লাইট রাডার ২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, সূর্য এয়ারলাইন্সের এই বিমানগুলি ২০ বছরের পুরনো।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩২৩ নং এফিডেভিট বলে Sauvik Sabui S/o. Dilip Kumar Sabui ও Souvik Sabui S/o. D. Kr. Sabui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৯৬ নং এফিডেভিট বলে Supriya Paul S/o. Ananda Paul ও Supriya Pal S/o. A. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৯৩ নং এফিডেভিট বলে Gautam Kumar Malik S/o. Sristidhar Malik ও Goutam Malik S/o. S. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৫/২৪ নোটারী পাবলিক, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪ নং এফিডেভিট বলে Suman Koley ও Sumon Kolay S/o. Mohan Lal Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৭/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৬৯৮ নং এফিডেভিট বলে Asoke Kumar Chanda S/o. Gopal Chandra Chanda ও Ashok Kr Chanda S/o. Gopal Ch Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি বিধান বিশ্বাস ১৬/৭/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা- অনিল বিশ্বাস, অনিল কুমার বিশ্বাস ও অনিল কুমার মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হলেন। আমার পিতা বর্তমানে মৃত।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Cicilia Mondal (old name) D/o. David Mondal R/o. H.C.M. House No. 3/1182, Keota Sarat Park, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly–712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Cicilia Tudu Mondal (new name) W/o. Ramesh Tudu নামে পরিচিত হইয়াছি। Cicilia Mondal D/o. David Mondal & Cicilia Tudu Mondal W/o. Ramesh Tudu উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 429550918 পলিসিতে আমার নাম ঝুমা বিবি স্বামী বজলু মন্ডল ছিল। গত ১০/৭/২০২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি নারসিনা বিবি স্বামী বজলু মন্ডল নামে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Awadesh Kumar Yadav, S/O Jagadish Yadav, Residing at 38/5/B N S Road Rishra, PS Rishra district Hooghly Pin 712248 shall henceforth be known as Awadhesh Kumar Yadav as declared before the Judicial Magistrate first class at Serampore Court, Vide affidavit no 6313 Dated 18/06/2024 Awadesh Kumar Yadav and Awadhesh Kumar Yadav both are same and one identical person.

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/732/5th SFC(1)/ 2024-25, RGP/733/ 15th FC UNTIED(2)/2024-25, RGP/734/15th FC TIED(2)/ 2024-25.** Last date of submission **29.07.2024 up to 12p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে জুলাই, ৯ ই শ্রাবণ, বৃহস্পতি বার, পঞ্চমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) **ডঃ রামপদ ভট্টাচার্য্য** পিতা হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাং ১১/৫/ই. কে. কে. ব্যানার্জ্জী রোড, পোঃ ও থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১ ২) **শ্রীমতী তনুজা ভট্টাচার্য্য** স্বামী কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য্য সাং সাহেব বাগান সমবায় পল্লী, পোঃ ও থানা বালি, হাওড়া-৭১১২০৫ বিগত ইং- 09/01/2024 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-121/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য** পিতা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য সাং বৈঁচিগ্রাম পূর্বপাড়া, পোঃ বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি, পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1974/2024 নং দলিল মূলে **উৎপল মন্ডল**, পিতা মন্টুলাল মন্ডল মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা সারগড়িয়া, জে.এল. -23, হাল এল. আর 382 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 524 দাগে শালি জমি 24 শতক, সাবেক ও হাল 884 দাগে শালি জমি 15 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি-**দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) **দিলীপ হালদার** ২) **উত্তম হালদার** ৩) **অশোক হালদার** সকলের পিতা – ˇদেবনাথ হালদার, ৪) **সরস্বতী হালদার** স্বামী - ˇদেবনাথ হালদার, ৫) **সুবল চন্দ্র হালদার**, ৬) **নিমাই হালদার**, ৭) **জয়দেব হালদার**, ৫-৭ নং এর পিতা ˇদানু চন্দ্র হালদার ১-৭ নং আমমোক্তারদাতার সাং জামনা, পোঃ রায়জামনা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ৮) **মনিকা হালদার** স্বামী উত্তম হালদার সাং ও পোঃ আনুখাল, কালনা, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১২২, ৯) **মিনতী হালদার** স্বামী দীপক হালদার সাং ঠাকুরপাড়া, পোঃ গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, ১০) **মিঠু দাস** স্বামী কমল দাস সাং ১নং মীরডাঙ্গা গভঃ কলোনী, পোঃ গুপ্তিপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, ১১) **রুমা শাসমল** স্বামী সমীর কুমার শাসমল সাং দাসপুর, পোঃ হরালদাসপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ১২) **ঝুমা দেশমুখ** স্বামী দেবরঞ্জন দেশমুখ, ১৩) **শ্যামাশ্রী হালদার দেশমুখ** স্বামী চিত্তরঞ্জন দেশমুখ ১২ ও ১৩ নং-এর সাং ও পোঃ দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ১৪) **মায়ারানী হালদার** স্বামী ৺কাশিনাথ হালদার সাং ও পোঃ বৈঁচিগ্রাম, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ ১৫) **কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার** পিতা ৺দানু চন্দ্র হালদার সাং অভয়নগর কলোনী, পোঃ ও থানা বালি, হাওড়া-৭১১২০৫, বিগত ইং- 21/09/2023 তারিখে পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-4970/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে অর্থাৎ (১) **অরিন্দম হালদার** পিতা সুবোল চন্দ্র হালদার সাং ও পোঃ জামনা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ২) **বিনয় কৃষ্ণ হালদার** পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র হালদার সাং অভয়নগর কলোনী, পোঃ ও থানা বালি, হাওড়া-৭১১২০৫ - ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা পাণ্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0052/2024 নং দলিল মূলে **ইন্দ্রনীল হালদার** পিতা সুবোল চন্দ্র হালদার মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পীড়াগ্রাম, জে.এল. -16, হাল এল. আর 158/1 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 579 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 10 শতক, সাবেক ও হাল 1136 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 29 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **অরিন্দম হালদার ও বিনয় কৃষ্ণ হালদার**
আমমোক্তারদ্বয়

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১) **আনসার উদ্দিন আহমেদ** পিতা – মরহুম আব্দুস সালাম ওঃ আব্দুস সাল্লাম সাং- দৌলতপুর, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ২) **সেখ আকতার উদ্দিন** পিতা – মরহুম আব্দুস সালাম ওঃ আব্দুস সাল্লাম সাং- ভুঁইপাড়া, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৩) **জামালউদ্দিন আহমেদ** পিতা – মরহুম আব্দুস সালাম ওঃ আব্দুস সাল্লাম সাং- দৌলতপুর, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৪)**মাসুদ আকতার** পিতা – নাজির নুরুল ইসলাম সাং- কাজিমহল্ল্যা, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৫) **জাবেদ আকতার** পিতা – নাজির নুরুল ইসলাম সাং- দৌলতপুর, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ৬) **নাজমা আহমেদ** স্বামী – জামালুদ্দিন সাং- দৌলতপুর, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, বিগত ইং- 26/07/2023 তারিখে পাড়ুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-3973/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**মহঃ নুর ইসলাম** পিতা মৃত মহঃ সফিউদ্দিন সাং- পাড়ুয়া জয়পুর, পোঃ ও থানা পাড়ুয়া, জেলা হুগলী-712149)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি **মহঃ নুর ইসলাম** পাড়ুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3022/2024 নং দলিল মূলে **সেখ ফুলো** পিতা সেখ মুসলিম মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পাড়ুয়া, মৌজা দৌলতপুর, জে.এল.-106, হাল এল. আর 56 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 222 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 14 শতকের মধ্যে 06 শতক, হাল এল. আর 63 ও 419 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 220 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 29 শতকের মধ্যে 3.69 শতক, আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

ইতি- **মহঃ নুর ইসলাম**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বাপ্পা ঘোষ, পিতা- শ্রী বৈকুণ্ঠ ঘোষ সাং রাজাপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২০০৪ সালে A.D.S.R. Bethuadahari রেজিষ্ট্রী অফিসে ১২৩৩ নং দান পত্র দলিল মূলে নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার আন্তরগত ৪৬ নং জগদনন্দপুর মৌজার এল.আর ৪৮২ খতিয়ানে, আর.এস ৭৯৬ ও এল. আর ১৮৭১ নং দাগের ১৩.২০ শতক জমি কাদুবলিব ঘোষ এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ২২.১০. ২০১০ তারিখে শ্রী সুব্রত সিংহ রায়, পিতা-মৃত মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায়, সাং-সত্যপুর, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া শ্রী সুব্রত সিংহ রায় কে A.D.S.R Bethuadahari রেজিষ্ট্রী অফিসে ৪নং বহির ৭৬ নং আমমোক্তার নামায় রেজিষ্ট্রী করিয়া দেয়, বর্তমানে উক্ত সম্পত্তিটি উক্ত শ্রী সুব্রত সিংহ রায় গত ইংরাজী ২০১২ সালে A.D.S.R Bethuadahari রেজিষ্ট্রী অফিসে ৪২৬৬ নং দলিল মূলে ১) শ্রী প্রেম কুমার রাম ২) শ্রী ভোলা রাম সর্ব পিতা- মৃত তদেশ্বর রাম, সাং মাধাইপুর কলিয়ারী, থানা- লাউডোহা(করিদপুর), জেলা- বর্ধমান ব্যাক্তিদ্বয় কে উক্ত দাগ হইতে ০৪ শতক জমি রেজিষ্ট্রী করিয়াছি।

এতদ্বরা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহলে B.L & L.R.O নাকাশীপাড়া, নদীয়া এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম নবদ্বীপের ডিসট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ

মিস (প্রোবেট) কেস নং ২/২০২০

দরখাস্তকার ঃ- মাধবী চ্যাটার্জী, স্বামী শ্রী উত্তম কুমার চ্যাটার্জী সাং এলানিয়া শিবতলা রোড, থানা ও পোঃ- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে, মাধবী দাসী বৈষ্ণবীর ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করেন যাহার বিস্তারিত বিবরন নিম্নে দেওয়া হইল।

এক্ষনে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগনকে জানানো যাইতেছে যে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন অন্যথাই আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা - নদীয়া, থানা - নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং -১১০ এলানিয়া শিবতলা রোড, ওয়ার্ড নং -১৮ নবদ্বীপ পৌরসভা, মৌজা ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান নং আর.এস ৪৮৩৫ এল.আর ৯৬৯৮/১ দাগ নং আর.এস ৭০০৭/ ১৩৫৭৮, রকম - বাড়ী, পরিমান ১ শতক।

চৌহদ্দি:- উত্তরে - ধীরেন মজুমদারের বাড়ী, দক্ষিনে - কালিপদ সাহার বাড়ী, পূর্বে - চলাচলের রাস্তা, পশ্চিমে - প্রফুল্ল বসাকের বাড়ী।

আদালতের আদেশানুসারে
রিপন মজুমদার, সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রজিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

হাওড়া স্টেশন ও ধুলাগড় টোলে লক্ষাধিক টাকার গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ২ মহিলা সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফ আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় বড় মাদক পাচার করার ঘটনা আটকানো সম্ভব হল। ২২ জুলাই, সোমবার হাওড়া আরপিএফের কর্মকর্তারা এবং কর্মীরা সাবওয়ে দিক থেকে একাধিক ভারী ট্রলি নিয়ে ২ জন মহিলাকে প্রবেশ করতে দেখেন। তাদের চলাফেরা সন্দেহজনক হওয়াতে আরপিএফ দলটি তাদের অনুসরণ করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন।

জিজ্ঞাসাবাদে মহিলারা স্বীকার করেন তাদের ট্রলিগুলিতে গাঁজা রয়েছে। আরপিএফের দ্বারা তাদের ব্যাগ থেকে মোট ৬৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনায় দুই মহিলা সহ উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর আইনি ব্যবস্থার জন্য নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়।

অপরদিকে, হাওড়ার ধুলাগড় টোল প্লাজা থেকে গাঁজা উদ্ধার করল সাঁকরাইল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার ভোর ৪ টে ৩০ মিনিট নাগাদ ধুলাগড় টোল প্লাজার সামনে একটি মুরগিবাহী গাড়িকে দাঁড় করায় কর্তব্যরত পুলিশ অধিকারিকরা। ওই গাড়ি তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতরে একটি গুপ্ত কুঠুরি থেকে ৯৯টি প্যাকেট উদ্ধার করে পুলিশ। মোট ২৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, গাড়ির মালিকের নাম হুগলি রিষড়ার বাসিন্দা সুদীপ কুমার মোদী। ঘটনায় গাড়ির চালক বনগাঁর বাসিন্দা ইলিয়াস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারে, গাঁজা দীঘা থেকে চাকদা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দীঘা থেকে অচেনা এক ব্যক্তি বনগাঁর বাসিন্দা রাজু মন্ডলের নির্দেশে গাড়িতে গাঁজার ৯৯ টি প্যাকেট ওই গুপ্ত কুঠুরির মধ্যে রাখা হয়। এই প্যাকেটগুলো চাকদাতে ওই রাজু মন্ডলের গ্রহণ করার কথা ছিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজা সহ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। অবৈধ মাদক সরবরাহ করার অপরাধের নির্দিষ্ট ধারাতে গাড়ির চালক ও রাজু মন্ডলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে আরও তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখ ছে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে বলেই জানা গিয়েছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ সূত্রে।

বিদ্যুতের ইউনিটের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে এবিইসিএ তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসে বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ১৩১০৯ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ২৬ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল। ১৩১০৭ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৬ জুলাই কলকাতাতে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটি বাতিল করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, শর্তা সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে যাত্রীদের। কলকাতা এড়িয়ার টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে। এছাড়া হারানো বা মিসপ্লেসড টিকিটের কোনও অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না। বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। টিডিআর ইস্যু করা হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে বাংলাদেশের তরফে।

বিজেপির প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনার বাড়বাড়ন্তর অভিযোগ তুলে বিধানসভায় বিজেপির প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে বুধবারের অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে অগ্নিমিত্রা পাল-সহ বিজেপির মহিলা সদস্যরা নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মুলতুবি প্রস্তাব এনে তার ওপর আলোচনার দাবি জানান। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়ের প্রস্তাবটি পাঠের অনুমতি দিলেও আলোচনার দাবি মেনে নেন নি। তার প্রতিবাদে বিজেপি সদস্যরা বিধানসভার ভেতরে সরব হন। বিরোধী দলনেতার শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আইন-শৃঙ্খলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এরাজ্যে বিধানসভায় তা নিয়ে আলোচনা করার কোন সুযোগ হয় না। কারণ সাম্প্রতিককালে স্বরাষ্ট্র দফতরের বাজেট প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হয় না। চলতি বছরে বাজেট অধিবেশনের শুরুতে প্রথামাফিক রাজ্যপালের অভিভাষন হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রশ্ন নেন না।' সেক্ষেত্রে বিরোধীরা তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ কখন পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। জবাবে রাজ্যের আইনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সামগ্রিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। রাজ্যের নারী নির্যাতনের কোনও ঘটনা ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার আগে সক্রিয় হন। সংবিধান অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। অথচ নতুন ফৌজদারি আইন সংহিতার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ও অধ্যক্ষের ভূমিকার সমালোচনা করে বিরোধীরা সভা কক্ষের ভেতরে স্লোগান দিতে থাকেন অধিবেশনের প্রথমার্ধ জুড়ে তাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন চলে।

অর্টিক স্টেনোসিসে আক্রান্ত বয়স্কদের চিকিৎসায় গেম-চেঞ্জার টিএভিআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সফল ফলাফল গুলি একাধিক কোমরবিড অবস্থা যুক্ত বয়স্ক রোগীদের গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ন্ত্রণে টিএভিআর-এর কার্যকারিতাকে নিশ্চিত করে।

ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর), অর্টিক স্টেনোসিস রোগীদের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট সহ গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ে ভর্তি ছিলেন ৭৯ বছর বয়সী একজন পুরুষ রোগী, সঠিক ফেমোরাল রুটের মাধ্যমে স্থানীয় অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে তাঁর ওপর একটি সফল টিএভিআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) পদ্ধতির সুফলের কারণে রোগীর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০১৬ সালে থেকে উচ্চ রক্তচাপ, অর্টিক স্টেনোসিস এবং একটি স্থায়ী পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন-সহ এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসার ইতিহাস থাকার পরেও স্থিতিশীল অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উন্নত টিএভিআর পদ্ধতি এবং ডিসচার্জের সময় নির্ধারিত ওষুধ রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং তাঁকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। একটি ন্যূনতম ইনভেসিভ পদ্ধতি হিসাবে টিএভিআর সুস্থ হওয়ার সময় দেহের জটিলতাগুলি হ্রাস করে।

মহানায়ক উত্তরকুমারের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে টলিউডের কলাকুশলীদের নিয়ে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেল বাজেটে বিপুল বরাদ্দ বাংলার জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য রেলের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। পূর্ব রেলওয়েতে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেন সদর দফতর, ফেয়ারলি প্লেসে। রেলমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ অভূতপূর্ব বাজেট বরাদ্দ পাচ্ছে। বর্তমান আর্থিক বছরে, পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ের জন্য ১৩,৯৪১ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ২০০৯-২০১৪ ইউপিএ সরকারের আমলে ছিল গড় বরাদ্দের মাত্র ৪,৩৮০ কোটি।

রেলমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬০,০০০ কোটির বিনিয়োগের নতুন প্রকল্পগুলি অব্যাহত রয়েছে। মোট ১০০টি রেলওয়ে স্টেশন 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের' অধীনে উন্নয়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তহবিলের কোন অভাব হবে না এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রকল্পগুলির জন্য পর্যাপ্ত তহবিল দ্বিগুণ বরাদ্দ করা হবে যদি নতুন লাইন, মেট্রো প্রকল্প ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জমি লোকেট করা হয়। রাজ্য সরকারকে সমবায় ফেডারেলিজমের ধারায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রেলওয়েকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৪ ৯ শ্রাবণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার

রাজ্যের ভাঁড়ারে টান, প্রশ্নের মুখে দুর্গাপুজোর অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য, পূর্ত, পুলিশ-সহ সরকারি দফতরে প্রয়োজন ছাড়া নতুন করে নিয়োগ নয়। এমনকী নতুন করে তৈরি করা হবে না কোনও সরকারি ভবনও। সম্প্রতি মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকার নেতৃত্বে সরকারি দফতরের গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের নিয়ে এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠকে এমনই বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রে খবর। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দফতরের উচ্চ পদস্থ আমলাদের নিয়ে মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা ও অর্থসচিব মনোজ পন্থকে নিয়ে এই এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠক হয়েছিল। এদিকে আবার রাজ্য সরকারের একাধিক পদে নিয়োগ প্রয়োজন। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলিতে বহু শূন্যস্থান রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গিয়েছিল, ১০ লক্ষ চাকরি প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু মামলার গেরোয় নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করতেই সম্প্রতি এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, বৈঠকে এও বলা হয় যে, বিভিন্ন দফতরে যে সংখ্যায় নিয়োগ দরকার, তার তালিকা তৈরি করতে হবে। তা পেশ করতে। একান্ত প্রয়োজন হলেই সেই তালিকা থেকে ৫০ শতাংশ নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু তার বেশি নয়।

এখানেই সরব হয়েছেন বিরোধীরা। বিরোধীদের প্রশ্ন, এতেই যখন কোষাগারে টান, তখন পুজো কমিটিগুলোকে ৩৬৫ কোটি টাকা অনুদান কী করে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, এবার ৪৩ হাজার পুজো কমিটিকে ৮৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তাতে খরচ পড়ছে ৩৬৫ কোটি টাকা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কটাক্ষ, '৬০০ কোটি টাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান বানিয়ে চাঁদে পাঠিয়ে ভারতের পতাকা পুঁতে এসেছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী গত দু'বছরে ৬০০ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন। এই খরচ পৌনে চার কোটি টাকা খরচ করছেন। একবার ভেবে দেখুন এই টাকা দিয়ে কত মানুষের চাকরি হত।' একই সুর সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যেরও। তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় উৎসব-মেলা-খেলা, হাঙ্গামার প্রবণতা তৈরি করেছেন। আর এগুলো বেআইনি ভাবে বৈধকরণের জন্য সরকারের একটা নতুন প্রবণতা তৈরি হয়েছে সরকারি অনুদান। দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্লাবই তৃণমূল পরিচালিত। সরকারি কর্মীরা প্রাপ্য ডিএ পান না, মিড ডে মিল পায় না, স্কুল উঠে যাচ্ছে, সেখানে সরকার উৎসবের বীভৎসতা পালন করছে। ক্লাবগুলোর নৈতিকতা থাকলে সেই টাকা ফেরত দেবে।'

যদিও তৃণমূল নেতা শান্তনু সেনের পাল্টা বক্তব্য, 'বিরোধীরা বলছিল, এই টাকা গিয়ে ক্লাবগুলো নাকি মদ, মাংস খেয়ে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু প্রচুর ক্লাব সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল। যুবসমাজকে উন্নত করার চেষ্টা। দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৬টি হার্ড ডিস্ক সিবিআই-এর হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে এবার পাহাড় প্রমাণ নথি। কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থার তরফে এমনটাই দাবি করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, পর্ষদে তল্লাশি চালিয়ে ৬টি হার্ড ডিস্ক হাতে পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। আর তাতেই রয়েছে ডিজিটাইজ মেধা তালিকা থেকে নিয়োগ তালিকা।

সূত্রের খবর, এপিসি ভবনে অভিযান চালিয়ে এই 'তথ্য ভান্ডার' হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা। ২০১৪ সালের টেটের সব নিয়োগের নথিও হাতে পেয়ে গিয়েছেন গোয়েন্দারা। ডিজিটাল ওএমআর শিটও খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা। বস্তুত, কয়েকদিন আগে আদালত সিবিআই-এর কাছ থেকে ডিজিটাল ওএমআর শিটের কপি চেয়েছিল। সেই সময় যদিও এজেন্সি তা দিতে পারেনি। তবে সূত্রের খবর, এখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে যে অভিযান চালায় সিবিআই সেখান থেকে ছ'টি হার্ডডিস্ক উদ্ধার করেছে। ফলে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কার্যত 'টার্নিং পয়েন্টে' দাঁড়িয়ে সিবিআই।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আসল ওএমআর শিট নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ফলে ভরসা এই ডিজিটাল ওএমআর শিটগুলোই। জানা যাচ্ছে, এই ওএমআর শিটের উপর ভরসা করেই সিবিআই তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কোর্টেও পেশ করা হতে পারে এই নথি।

এ প্রসঙ্গে আইনজীবী তথা প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা তো বহুদিন ধরে বলছি সঠিকভাবে তদন্ত করলে সকল তথ্য প্রকাশ্যে আসবে। এই তথ্যের সামনে এলেই বোঝা যাবে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়াকেই পরিকল্পনা করে দুর্নীতিতে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এবার আয়কর দফতরের স্ক্যানারে পার্থ-অর্পিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির পর এবার আয়কর দফতরের স্ক্যানারে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি। আয়কর দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বান্ধবীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে তাদের তরফ থেকে। ফলে আরও বিপাকে পার্থ-অর্পিতা।

বর্তমানে পার্থ-অর্পিতা দু'জনেই জেলে। সূত্রের খবর, পৃথক মামলা শুরুর পর তাঁরা একাধিকবার পার্থর বান্ধবীকে জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁর সম্পত্তি ও টাকার উৎস জানতে চান। আয়কর দফতর সূত্রে জানা যায়, সম্পত্তিগুলি নিজের স্বীকার করলেও এই সম্পত্তি যে টাকায় কেনা হয়েছে তার উৎস জানাতে পারেননি অর্পিতা। এদিকে আয়কর দফতর সূত্রে খবর, আয়কর আধিকারিকরা এখনও পর্যন্ত ১৬ টি সম্পত্তি চিহ্নিত করেছে।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেলে পার্থ ও অর্পিতা। গত ২০২২ সালের ২২ জুলাই, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। ওই একইদিনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। তাঁর টালিগঞ্জ এবং বেলঘরিয়ার অভিজাত আবাসনে লাগাতার তল্লাশি চালায় ইডি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইডি অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে সোনার গয়না, বিদেশি মুদ্রা-সহ নগদ প্রায় ২২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে। তার ঠিক দিন পাঁচেক পর ফের বেলঘরিয়ার অভিজাত আবাসনে তল্লাশি চালান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। সেখান থেকেও বিপুল টাকা উদ্ধার করা হয়। সবমিলিয়ে নগদ ৪৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেন ইডি আধিকারিকরা। এছাড়া ৫ কোটিরও বেশি মূল্যে গয়নাগাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। নামি, বেনামি বহু সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া যায়।

এই বিপুল টাকা ও গয়নাগাটির উৎস কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ফ্ল্যাটকে 'মিনি ব্যাঙ্ক' হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন বলেই দাবি করেন অর্পিতা। যদিও সেকথা অস্বীকার করেছেন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে 'বিদেহীর খোঁজে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি সিরিয়ালে অভিনয় করেছিলেন অর্পিতা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। সে বছরই অর্পিতার সঙ্গে পরিচয় হয় তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। তার পর ধীরে ধীরে মন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে।

এদিকে অর্পিতা 'চিন্নামা লাভ' অর্থাৎ 'মাসির ভালবাসা' নামে একটি তামিল সিনেমায় ২০১৭ সালে অভিনয় করেন অর্পিতা। পাশাপাশি বেশ কিছু ওড়িয়া ছবিতেও অভিনয় করেন। তার আগে জিৎ-স্বস্তিকা অভিনীত 'পার্টনার' এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় 'মামা ভাগ্নে' ছবিতেও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন শিল্পমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এই অভিনেত্রী। 'জোর যার মুল্লুক তার' শীর্ষক ছবির পাশাপাশি বেশ কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসাবেও দেখা গিয়েছে অর্পিতাকে। এহেন অভিনেত্রীর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল অর্থ, সম্পত্তির উৎস কী তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটাতেই অর্পিতাকে জেলে গিয়ে জেরা করতে চায় আয়কর দফতর।

যুবতীকে ধর্ষণে গ্রেফতার নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের নারী নির্যাতনের খবর তিলোত্তমায়। খাস কলকাতায় এক যুবতীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক নাবালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পাটুলি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে এক নাবালককে।

পুলিশ সূত্রে খবর, পাটুলি থানার অন্তর্গত একটি এলাকায় বছর কুড়ির এক যুবতীকে তাঁর বাড়িতে ঢুকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। যে সময় ঘটনাটি ঘটেছে সেই সময় ওই যুবতীর বাড়িতে কেউ ছিল না বলে খবর। ঘটনায় পাটুলি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই যৌথ তদন্তে নামে পাটুলি থানা ও পাটুলি মহিলা থানার আধিকারিকরা। জানা যাচ্ছে, তদন্তে নেমে অভিযোগকারিনী ওই যুবতীর এক প্রতিবেশীকে আটক করে পুলিশ। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত নাবালক। তার বয়স সতেরো। বুধবার তাঁকে জুভিনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা জানতে চাইছেন নাবালক সঙ্গে ওই যুবতী পূর্ব পরিচিত কিনা। ধর্ষণের অভিযোগেরই বা কতটা সত্যতা রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রেশনের চাল পাচার চক্রের হদিশ কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরে রেশনের চাল পাচার চক্রের হদিস পেলেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। প্রায় চারশো কেজি চাল বস্তা বন্দি অবস্থায় পাচার করার সময় হাতেনাতে গ্রেফতার হয় এক যুবক। কলকাতা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম লক্ষ্মণ সাউ। ধৃত যুবক ভ্যানে করে ওই চাল নিয়ে যাচ্ছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জোড়াবাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০০ কেজি চাল সহ এই যুবককে আটক করে। এরপর চলে জিজ্ঞাসাবাদের পালা।বয়ানে অসঙ্গতি থাকায়, প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারায় ৮ বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করে ইবি। একইসঙ্গে গ্রেফতার করা হয় লক্ষ্মণ সাউকে। এরপর ধৃতকে আদালতে তোলা হলে ২৯ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, উদ্ধার হওয়া চাল সবটাই রেশনের। কোথা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ চাল নিয়ে আসা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে বলেও মনে করছেন গোয়েন্দারা। এই বিষয়েও চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রেশন কেলেঙ্কারি নিয়ে বড় শোরগোল হয়ে গিয়েছে রাজ্যের বুকে। জেলে যেতে হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রীকে। এখনও চলছে মামলা। যদিও চাল পাচার চক্রের হদিস অতীতে একাধিক জেলা থেকে মিলেছে। কিন্তু এবার একেবারে শহর কলকাতার বুকে ধরা পড়ল সেই একই ছবি।

বিধানসভায় শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ আনলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকাল থেকে তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা অধিবেশন। বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভ, স্লোগান পাল্টা স্লোগান। তার মধ্যেই বুধবার নিজের শারীরিক নির্যাতনের ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুললেন রাজ্য বিধানসভা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। অধিবেশনের প্রথম পর্বের কাজ শেষ হওয়ার পর নারী নির্যাতন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি নিয়ে বিধানসভার গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। তখনই সাংবাদিকদের সামনে শুভেন্দু অধিকারী বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'বিধানসভার লবিতে আমি যখন বেরোচ্ছিলাম, তখন পূর্বস্থলীর বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় আমাকে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করতে চায়। বিজেপি এমএলএ-রা কেন্দ্রীয় বাহিনী পায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বাইরে রাখার অর্ডার রয়েছে।' একইসঙ্গে এও জানান, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী ইস্যুতে তিনি স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন। এবার লিখিত পাঠাবেন।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিধানসভা অধিবেশনের শুরু থেকেই নারী নির্যাতন ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি পাল্টা বলেন, 'নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সবার আগে বাংলা প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়। ক্রিমিন্যাল জাস্টিস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে রাজ্যের হাত থেকে।' আর এই ইস্যুতে তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন। বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। পাল্টা স্লোগান দেন শাসক বিধায়করাও।

এরপর প্রথম পর্বের অধিবেশন শেষে বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন বিজেপি বিধায়করা। অভিযোগ, তখনই পূর্বস্থলীর বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীকে শারীরিক হেনস্থা করেন। এরই প্রেক্ষিতে শুভেন্দু প্রশ্ন করেন, 'তপন চট্টোপাধ্যায়ের সাহস হয় কীভাবে? নীলাদ্রী দানা, বিশাল লামা-সহ একাধিক বিধায়ক সাক্ষী, সাংবাদিকরা সবাই সাক্ষী। তপন চট্টোপাধ্যায় দু'বার, একবার হাউজের ভিতরে করেছেন, আজকে লবিতে করলেন। আমাকে ফিজিক্যালি টর্চার করার জন্য এগিয়েছেন।' এরই রেশ ধরে শুভেন্দু এও বলেন, 'গেটের ভিতরে যদি আমার কোনও বিধায়কের শারীরিকভাবে ক্ষতি হয়, তার দায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে যাবে।'

এদিকে এই ঘটনায় বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় জানান, 'শুভেন্দু অধিকারী ভোটের আগে আমার বাড়ির পাঁচশো মিটারের মধ্যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে এসেছেন, আমার মেয়ে নাকি থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে। আমার নাকি অবৈধ উপায়ে দুটো ফ্ল্যাট কেনা। আমার মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে, গ্র্যাজুয়েশন করেছে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, বিএড করেছে, তাঁর নামে যদি এমন কথা বলেন, কী বলব! আমার সম্মানহানি করেন।' সঙ্গে এও বলেন, 'অনেক লোক ছিল, শারীরিক হেনস্থা করা হয়েছে কি না তা জিজ্ঞাসা করা হোক।'

মুখ্যমন্ত্রীর পৌঁছানোর আগেই ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ভেঙে পড়ল তোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তম কুমার স্মরণের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছনোর আগেই দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ল ধনধান্য অডিটোরিয়ামের তোরণ। জখম ২।

প্রসঙ্গত, বুধবার ছিল মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুদিবস। তাঁর স্মরণে ধনধান্য স্টেডিয়ামে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে ধনধান্যে পৌঁছানোর আগেই অডিটোরিয়ামের ১ নম্বর গেটের কাছে থাকা ৭ নম্বর তোরণটি ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় আহত হন দুজন। এঁদের মধ্যে একজন সরকারি কর্মী। এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। জখম দুজন হলেন অসিতবরণ সর্দার ও বিশ্বনাথ সরকার।

সূত্রে খবর, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র নিয়ে দেখতে এসেছিলেন অনুষ্ঠান। কীভাবে ওই তোরণ ভেঙে পড়ে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তোরণটি লোহা দিয়ে তৈরি এবং সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগও ছিল, ফলে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন উপস্থিত দর্শকেরা। ভেঙে পড়া তোরণটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় নিরাপত্তার স্বার্থে। এদিনের এই দুর্ঘটনার পরই অডিটোরিয়ামের সব তোরণ খুলে ফেলা হয়। তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা, তা এখনও জানা যায়নি। ইতিপূর্বে কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথনে ভেঙে পড়েছিল তোরণ। ঘটনায় জখম হয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি।

মালবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু সংবাদপত্র বিক্রেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মালবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হল এক সংবাদপত্র বিক্রেতার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জের এস বি রোডে। মৃতের নাম প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বয়সের ভারে জীর্ণ প্রশান্ত বাবু। তাও প্রতিদিনের মতোই সাইকেলে চেপে বাড়ি ও দোকানে পেপার দিতে বেরিয়েছিলেন। এদিন পেপার দিতে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। এদিকে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী চায়ের দোকানদার সুশীল মন্ডল জানান, আর পাঁচটা দিনের মতোই সকালে তাঁর দোকানে পেপার দিয়ে চা খেয়ে সাইকেলে চেপে অন্যত্র রওনা দিয়েছিলেন প্রশান্ত বাবু। মালবাহী একটি ট্রাক সাইকেলে ধাক্কা মারলে তিনি সাইকেল থেকে রাস্তার ওপর পড়ে যান। ট্রাকের পিছন চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। নোয়াপাড়া থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। ঘাতক ট্রাক-সহ চালককে আটক করেছে পুলিশ।

প্রশ্নের ধাঁচ বদলে যাচ্ছে ডব্লিউবিসিএস-একজিকিউটিভ পরীক্ষার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস-একজিকিউটিভ পরীক্ষার পদ্ধতিতে একাধিক বদল। ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ধাঁচে ডব্লিউবিসিএস-একজিকিউটিভ পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন করতে চায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আর এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে রাজ্য। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিলেবাস বদল ও প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন বদলের প্রস্তাব আনা হয়। মঙ্গলবারের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রশ্নপত্র বদলের অনুমোদন দেয় রাজ্য সরকার। মূলত ইউপিএসসির সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সঙ্গে সমতা বজায় রাখার জন্যই এই বদলের সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। এই বদলের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ১৯৭৮ সালের বিধির সংশোধনে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার।

রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ পরীক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম পরীক্ষা হল ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দফতরে উচ্চ পদস্থ আধিকারিক নিয়োগ করা হয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা আয়োজিত এই পরীক্ষা চলতি বছরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলতেই হয়, গুরুত্বপূর্ণ এই পরীক্ষার জন্য রাজ্যের বহু চাকরি প্রার্থী প্রত্যেক বছর অপেক্ষা করে থাকেন। প্রিলিমিনারি মেন্স এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তিনটি পরীক্ষার পর প্রকাশিত মেধা তালিকা অনুযায়ী চাকরি প্রার্থীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

জয়ন্ত সিংয়ের তিন দিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অন্য একটি মামলায় গত ১৬ জুলাই দক্ষিণেশ্বর থানা জয়ন্ত সিং এবং সৈকত মান্না ওরফে জংঘাকে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সেই সময় বিচারক দু'জনকেই ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুধবার ফের দু'জনকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অপরদিকে, আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবে চোর সন্দেহে একজনকে পেটানোর ঘটনায় জয়ন্তের শাগরেদ রাহুল গুপ্তাকেও এদিন ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ধৃতকে তিনদিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে পানিহাটি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি সুমিত পাল ওরফে রানা এবং তাঁর এক সঙ্গী দেবাঞ্জন সাহাকে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছিল দলের লোকজনের বিরুদ্ধেই। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পরিতোষ দাস ও তাঁর এক শাগরেদ পিন্টু ভৌমিককে খড়দা থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের এদিন ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

দুর্ঘটনা কমানোই লক্ষ্য, বাইক র‍্যালি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পথ দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে মানুষকে সচেতন করতে প্রশাসনের তরফে বুধবার বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এবং কাঁপা সাব ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচিকে সামনে রেখে এই র‍্যালির আয়োজন। পাশাপাশি যানবাহন চালক এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এদিন স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পড়ুয়ারা ছাড়াও হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গনেশ বিশ্বাস, এসিপি বীজপুর জয়প্রকাশ পান্ডে, কাঁপা সাব ট্রাফিক গার্ডের ওসি হিতুলাল সরকার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস বলেন, তাদের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। মানুষকে সচেতন করতে পারলেই পথ দুর্ঘটনা অনেক কমবে।

কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বার্ড-ফ্লু সংক্রমণ, আক্রান্ত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে মাথাচাড়া দিচ্ছে বার্ড-ফ্লু। ন'দিনের ব্যবধানে ছয় শিশু বার্ড ফ্লু পজিটিভ বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে আক্রান্তেরা মালদা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। আক্রান্তের তালিকায় কলকাতার এন্টালি, হালতুর দুই শিশুও রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পার্ক-সার্কাসের শিশু হাসপাতালে আইসিইউ-তে ভর্তি।

এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে বার্ড ফ্লু আক্রান্তের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। এরপর জুলাই মাসেও আক্রান্তের খবর সামনে আসে। ঘটনার ন'দিনের মাথায় আবারও শিশুদের বার্ড ফ্লু আক্রান্তের খবর মিলছে। যা কার্যত ভাবাচ্ছে চিকিৎসকদের। কারণ, এই সকল শিশুরা কোনও একটি এলাকার বাসিন্দা নয়। এদের কারও বাড়ি মালদা, কারও ২৪ পরগনা, কারও

হাওড়া। শুধু তাই নয়, এই পরিসংখ্যানটি একটি হাসপাতালের। অন্যান্য হাসপাতালে আদৌ কোনও শিশু ভর্তি রয়েছে কি না সেই পরিসংখ্যান স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এখনও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

এই প্রসঙ্গে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, 'গত পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে ঘরে ঘরে বাচ্চাদের জ্বর-কাশি-সর্দি-গায়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। যে বাড়িতে ঢুকছি সেই বাড়ির কোনও না কোনও সদস্য আক্রান্ত হচ্ছে। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার মারাত্মক কাশি হচ্ছে। সেটা কমতে কষ্ট হচ্ছে। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা। যাঁরা একটু বড় বাচ্চা তাঁরা প্রকাশ করতে পারছে। কারও নিউমোনিয়া আছে। এদের বেশির ভাগের শরীরেই ইনফ্লুএঞ্জা-এ, এইচ-১, এন-১ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি মিলেছে এইচি-৩, এন-২ও।'

উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার নথি জাল করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুরসভার নথি জাল করার অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাখন লাল বিশ্বাস উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পলতা শ্রীপল্লি বেঙ্গল এনামেল এলাকার বাসিন্দা। গত ১৯ জুলাই উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার তরফে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, মাখন লাল বিশ্বাস নামে ওই ব্যক্তি অবৈধ নির্মাণ করেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখে পুরসভা একমাসে আগে ওই ব্যক্তিকে ৩ লক্ষ ৪৯ টাকা জরিমানা করে। পরবর্তীতে সেই জরিমানা কমিয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়। কিছুদিন পর ভবন নির্মাণের মিউটেশন বাবদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটা রসিদ দেখান মাখনলাল বাবু। অভিযোগ, পুরসভার অধিকারিকরা খতিয়ে দেখে জানতে পারেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার রসিদটি জাল। এরপরই পুর কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। জাল রসিদ নিয়ে পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, 'পলতার শ্রীপল্লীর বাসিন্দা জনৈক মাখন লাল বিশ্বাস মিউটেশনের জন্য পুরসভায় জমা করা ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার রসিদ দেখান। কিন্তু পুরসভায় কোনও টাকাই জমা পড়েনি।' পুরপ্রধান আরও জানান, 'রসিদের সিরিয়াল নম্বর ৮৬১১। অথচ পুরসভার রসিদের ক্ষেত্রে ওই সিরিয়াল নম্বর এখনও আসেনি। এতেই ধরা পড়ে যায় ওটা জাল রসিদ।' জাল নথি সামনে আসতেই পুরসভার তরফে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত করে জাল নথি তৈরিতে জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে তিনি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

দেশের ৭০-৮০ শতাংশ মানুষের আয় বাড়লে তাতে সঞ্চয়ের পরিমান ও অন্যান্য ক্ষেত্রেরও উন্নতির মাত্রা বাড়বে

রেউড়ি বা ছাড় কেন দিতে হচ্ছে? কারণ, দেশের বেশির ভাগ মানুষ গরিব, এবং মুষ্টিমেয় সরকারি কর্মচারী ও কিছু সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারী ছাড়া আর কারও জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। তা হলে এই লোকগুলির কী হবে? সেই সমাধানের চেষ্টাতেই কয়েকটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু 'রেউড়ি'র ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য অন্য সব রাজ্য যে নীতিগত বিরোধিতার জন্য 'রেউড়ি' দিচ্ছে না, তা নয়। যদি এ দেশে শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকত, তা হলে কি এ সবের প্রয়োজন হত? এই সব রেউড়িকে কাজে লাগিয়ে, রাজ্যের বা দেশের শিল্পভিত্তি সামান্য হলেও বাড়ানো যায়। যেমন, সবুজসাথী প্রকল্পে যে সব সাইকেল দেওয়া হয়েছে, সেই সব সাইকেল অন্য রাজ্য থেকে আমদানি না করে এই রাজ্যে সাইকেল কারখানা তৈরি করা যেত। এই টাকা গঠনমূলক ভাবে ব্যবহার করা দরকার। ঠিকই, গরিব মানুষরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। আমরা সকলেই মোটামুটি ভাল করেই জানি, কংগ্রেস সরকার বা বিজেপির সরকার কেন তা করতে পারেনি। ইন্দিরা গান্ধী গরিবি দূর করার কর্মসূচি নিলেও, সেই সময়ে একটা সমীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখেছি, তাঁর দলের বাস্তুঘুঘুরা কী ভাবে সেই কর্মসূচির বিরোধিতা করেছিল। আবার বিজেপির আমলে দেখা গিয়েছে, এই দল তাদের প্রিয় পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্কঋণ মকুব করতে, তাঁদের করছাড় দিতে, উপরের ২০-২৫ শতাংশ মানুষের চাহিদার উপর নির্ভর করে অর্থনীতি চালাতে যতটা আগ্রহী, তার কণামাত্রও আগ্রহী নয় গরিবের আয় বাড়ানো ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে। অথচ, এই ৭৫-৮০ শতাংশ মানুষের যদি আয় বাড়ে, তা হলে এক দিকে যেমন সঞ্চয় বাড়বে, তেমনই তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সুফল শিল্প, কৃষি সমেত আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্র পাবে। সেই বৃদ্ধি ঢের বেশি সমতা-ভিত্তিক হবে।

জন্মদিন

আজকের দিন

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনপ্রীত সিং বাদলের জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট মডেল ডিম্পি গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

মেজাজটা তো আসল রাজা...

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি মন মেজাজের কথা। ভুল বললাম। বলছি মনের মেজাজের কথা। হ্যাঁ, সেই তো আমাদের আসল রাজা। তাই না? না,এ কথা আমার নয়, মান্নাদার। বহু পুরনো মান্নাদার কণ্ঠে গাওয়া একটি কি অসাধারণ পংক্তি। কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার চোখ কেনো ছোট হয়ে আসছে! তবে কি আমার চোখ খুব ক্লান্ত ! আমার ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ভীষণ। এই যা কলোমটাই তো পড়ে গেলো। তার মানে কি আমি আমার লেখাটায় তেমন আনন্দ পাচ্ছি না! আরে কে যেনো বললো - কিছু খেয়েছেন নাকি? না মহাশয় — আমি তোমাদের গঙ্গোপাধ্যায় নই। খাওয়ার তেমন টাকা পাই না। আর পেটের জন্যে খেলেই হলো। জীবন অত সু -নীল নয়। সাধারণ খেয়েও বেশ আছি। ভুল বললাম বেঁচে আছি। আরে.... ও কথা সবাই বলে। পেলে কে খায় না? কিছু জানেন না দেখছি - কে খায় না! সিম্পল উত্তর — যে চায় না। আরো কি সব হিজিবিজি কথা। এই তো লেখকের অবস্থা। অন্য আরেকজনের আগমন। দূর মশাই কি জানেন ওনার সম্পর্কে। আপনি জানেন ওনাকে? বিলকুল জানি। উনি জিনিয়াস। কতগুলি দৈনিকে লেখেন জানেন? ওসব কিছু রঙ চড়ানো মহাশয়! আবার মসকরা করছেন। তা আপনাকে তো চিনলাম না। নতুন বুঝি! তা কি নাম? আমি মিষ্টি। মিষ্টি তো মুসলীম নাম হয় না। কি করে বুজলেন আমি মুসলিম? ওই যে 'বিলকুল', 'মসকরা' শব্দ ব্যবহার করলেন। বুঝতে আর এতে কি অসুবিধা! জী না, আপনি জনাব ঠিক ধরেননি। তাহলে আপনি 'জী' বলেছেন, 'জনাব' বলছেন? আপনার মশাই অত ইন্টারেস্ট কিসের? সাহিত্যের কোনো জাত হয় না। তা সাহিত্যের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? মেয়েটি পড়েছে মহা বিপদে। ধরা তো সে পড়বেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক কতক্ষন চাপা যায়। তাও মনে মনে কি একটা ভেবে বলে আপনি জানেন বাংলা ভাষায় কত রকম অন্য ভাষার শব্দ এসে মিশেছে। মুসলিম আরবী ফারসী তুর্কি আরো কত কি? আমি জানি না। ওটা নজরুল সাহেব জানেন। আ... রে ..... আপনি তো জানা লোক মহাশয়। তবে তো নিজের পরিচয় দিতেই হয়। আমি লিমা। হ্যাঁ,আমি মুসলিম। ওদেশে। আর এখানে মিষ্টি। তবু ওনাকে এড়িয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা। তবু তার দুই দেশে দুই নাম কেনো হালকা মেজাজে আনমনে বলতে বলতে সঠাং হাজির সাহিত্যিকের ঘরে।

স্যার, ঘুমোচ্ছেন নাকি? -কে? ও...মিষ্টি! আয় আয়, বোস। ফ্লাইট ঠিক সময়ে এসেছে তো? বাইরে কি বৃষ্টি পড়ছে?- পড়ছে? আমার জীবনেও জানিস খুব বৃষ্টি। কাকে বললো! তুই বুঝিস। জানিস, রবি ঠাকুরকেও বুঝত- ইন্দির ঠাকুরণ। ছিন্নপত্র পড়েছিস তো! ওই যে সৌন্দর্য সম্ভোগ তাকে বোঝে ক জন! স্যার বাইরে ওই লোকটি কে? ওনার তো ভীষণ জ্ঞান দেখছি। বাহ বেশ বুঝেছিস তো! ও একটু অন্য রকম। কবি। বেশ ভালো লেখে। ও ওর মেজাজে বাঁচে।

উপরের তিনজনেই তিন রকম। ওরা ওদের মেজাজে বাঁচে। একজন নামজাদা সাহিত্যিক। একজন ভালো কবি। একজন সাহিত্যের তালিমে দেশ থেকে দেশান্তরে। শেষ জনের কথা বেশি খুলে বলা যাবে না। অবশ্য উনি খোলা খুলির মেজাজেই বাঁচেন।

আপনি ভাবছেন আমি কেবল সাহিত্য নিয়ে পরলাম। বিষয়টা কিন্তু তা নয়। আমি সাহিত্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম মাত্র। কত কষ্টের মেজাজ তারা ধরে রেখে তাদের কাজ করে চলেছেন। কিভাবে, কেমন করে তাদের সুখ খুশির অনুভূতি তাদের শিল্পকলার মধ্যে তুলে ধরেছে। তাই তারা এত সাকসেস। যদি নাও হয় তবুও তাদের হারাবার কিছু নেই। কিভাবে বেঁচে থাকা, কিভাবে জীবনের সাথেই চলা সব মানুষই তা উপভোগ করে থাকেন। আমাদের অনেক মানুষ আছেন যারা কিনা মরে মরে বেঁচে আছেন। এমনটা না হলেও চলে। যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, আর যা হবে তা ভালই হবে এ তো আমরা ভালোভাবেই জানি। তবু আমাদের যেনো দুঃখের কোনো শেষ নেই। আমরা চেষ্টা না করেই বড্ড হতাশ। আমাদের ভাবের সাথে ভাষার কোনো মিল নেই, কাজের সাথে মিল নেই ভালোবাসার। অথচ আমরা কি ভীষণ আশা করে বসে আছি আমরা সাকসেস পাবো। কিন্তু তেমনটা হয় না। ভুল বললাম। সম্ভব নয়। আসলে আমরা যা পারি না তায়-ই করি। আর যা পারি তা করিই না। আর অভাবের নাম চেষ্টা।

আর এই চেষ্টা করলে কি না হয় তা তো কমবেশি আমরা সবাই জানি। তবে যা করতে হবে তা ভালোবাসায়। আর কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলে আপনার মেজাজটা এমনিতে চাঙ্গা হয়ে যাবে। কি করবেন বলুন না মেজাজটা তো ধরে রাখতে বলছি কিন্তু হয়তো আপনি দেখলেন যে শত চেষ্টাতেও আপনি তা ধরে রাখতে পারলেন না। কোনো না কোনো কারনে ঠিক মেজাজটা আপনার কোনোভাবেই অনুকূলে নেই। তখন আপনার আর কোনো কিছু ভালো লাগছে না। আপনি চেষ্টা করলেও কোনোভাবেই ভালো কাজে মন বসাতে পারছেন না। কত দুঃখ আছে জীবনে। কতো কেউ তা চেপে রেখেছেন। কত ডাক্তার আছে যারা তার ভরপুর চিকিৎসা করছেন। এরমধ্যে অনেকেই পারছেন। আবার যারা পারছেন না তারা গুমড়ে মরছেন। কাউকে কিছু জানতে বুঝতে দিচ্ছেন না। তাদের মেজাজটার খবর রাখছেন না কেউ। আপনি হইতো ভাবছেন সব সময় সব কাজে ভালো মেজাজটা ধরে রাখা সম্ভব নয়। মানলাম সে কথা। কিন্তু আমাদের যেটুকু ভালো আছে তাকে আমাদের ঠিক কাজে লাগালে আমাদের কোনো ক্ষতি হাওয়ার সম্ভবলা নেই। হয়ত বলবেন বলা আর হাওয়ার মধ্য এক পৃথিবী ফারাক। মানছি সে কথা। কিন্তু তাও মেজাজটাকে ধরে রাখা যায়। চলুন তবে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাতে পাইচারী করে আসি।

ছেলেটা উচ্চবিত্ত। মেধাবী। পড়া শেষ। বাবার কারবারে মন। বাবাও এতদিনে পেলো যোগ্য সঙ্গী। সর্বদা হাসিমুখ। করবার বড়ো হয়। ছেলে সর্বদা ব্যস্ত কাজে। যত কাজ, তত টাকা। এক ছেলে। বাড়িতে চারটি কাজের লোক। বহু অনুরোধে এবার বিয়ে। বউ এলো। চাকরিরতা। বিশাল ইনকাম। একটি বাচ্চা হলো। ফুটফুটে। এখন চার সাড়ে চার হবে। মানে দারুন লাইফ। কিন্তু এতটা স্মুত কিছু তো হয় না। আড়ালের গল্প জানতে উৎসাহী হলাম। জানলাম বিয়ের সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছর ইয়েস, নো ছাড়া কথা হয় নি, অন্য সম্পর্ক তো দূর। ইচ্ছে করেই কাজ বাড়ায়,নইলে রাতের গভীরে ফেরা। আরও না বলা কত কথা আছে। আড়চোখে বউয়ের মুখটা দেখতে ভুলে গেছে। না,তাও কোনো কষ্ট নেই। নেশাহিন ছেলেটা বলে, আমার তো বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা বড়ো হবে। এভাবেও বেঁচে থাকা যাবে।

ঘটনা ২ জন্মদিনটি ভালই গেলো। এই ধুমধাম আশাতীত। কারণ সিকিউরিটির কাজ মেরেকেটে সাড়ে ন। তাতে কি! বাবার জন্মাদিনে উৎসাহ দুই মেয়ের। দুই মেয়ে-ই চাকরি করে। একজন বিবাহিত। তাও ছুটে এসেছে। সংসার ফেলে- কম কথা! অন্যদিকে বউ মেডিকেল স্টাফ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে। ইনচার্জ বলে কথা। কেক কাটা হলো। মহা ধুমধাম। সবাই সবাইকে খাওয়াতে ব্যস্ত। প্লেটে একপিস তখনও আছে। বউ দিতে গেলো আরেক মিস্টার স্টাফকে। মুখে নিতে গিয়ে পড়ে গেল। মাটি থেকে চট করে তুলে দিল তার বর কে। বর আনন্দে খেলো। কিছু বোঝা গেলো। এ ভাবেই ধুমধামে জন্মদিন হলো। তবু মেজাজটা তো তার রাজা-ই ছিলো।

ঘটনা ৩ ছেলেটা বড়ো কোম্পানিতে চাকরি করে। মেয়েটাও। বিয়ের দুই আড়াই বছর পর বাচ্চা হয়। এবার! স্বামী স্ত্রী ছাড়া নিজের তৃতীয় তেমন নেই। না, তিনজন পরিচর্যার লোক দিয়েও হচ্ছে না। বহু বিনয়ে ও তর্কের অবসানে ছেলেটা চাকরি ছাড়ে। মানে,এবার সব পরিচর্যার লোকের ছুটি। ছেলেটাকে সব করতে হয়। না শুধু নিজের ছেলের নয়, বাকিটা বুঝে নিতে হয়--!

না, আমি নারীবিদ্বেষী নই। মানি নারী-ই সব। মন থেকে। হয়ত এই রকম বা অন্য রকম হাজারো ঘটনা আপনারও জানা। তবু উপরের তিন ঘটনার মূল মানুষগুলি ভালো আছেন। আছেন কেবল ওদের মনের মেজাজটা তাজা আছে বলে। এক জীবনে সব হয়। কারো জয় হয়, কারো পরাজয়। তবু জীবন নিয়ে থাকতে হয়। মানি, মেজাজে সব সামলে নিলে জীবনের তার-- আপনি থাকছেন স্যার।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যেই নিম্নবর্গের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা যায়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঝজন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩.০৭.১৮৯৮-১৪.০৯.১৯৭১)। তাঁর কথাসাহিত্যে যেভাবে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের ভৌম ও কৌম জীবনের কথা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে,তা ইতিপূর্বে লক্ষ করা যায় না। সেখানে সমাজের নিম্নবর্গের অন্ত্যজ শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় উঠে এলেও তা একান্তই অস্তিত্বসর্বস্ব ও ব্রাত্য প্রকৃতিতেই আনুগত্যশীল। তারাশঙ্করই প্রথম সচেতন ভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষকে শুধু প্রাধান্য দেননি, অচেনা-অজানা খনির পরশমণির মতো করে সেই সব গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত ও ব্রাত্য মানুষের আকাঁড়া জীবনকে আন্তরিক ভাবে উপস্থাপন করে বাংলা সাহিত্যকেই বিস্তৃত পরিসরে অভিনব বনেদি আভিজাত্য প্রদান করেছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের কথা নানাভাবে উঠে এসেছে, পথিকৃতের সমাদরও লাভ করেছে। শুধু তাই নয়,তাঁর সাহিত্যের বিষয়আশয়ের মধ্যে ময়ূরাক্ষী বিধৌত রাঢ়বাংলার নিম্নবর্গের অন্ত্যজ জনজীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে তিনি প্রথমাবধি সযত্নপ্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন,সে কথাও তারাশঙ্কর অকপটে তাঁর 'আমার সাহিত্য-জীবন'-এ জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোয় তাঁর সাহিত্যসাধনাজুড়ে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম থেকে তার উত্তরণের পরিচয় নানাভাবে উঠে এসেছে । শুধু তাই নয়, সেখানে নিম্নবর্গের আনুগত্যহীন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রথম শোনা গেল। তাঁর আগে অনেকেই মূক মুখে ভাষা জোগানোর জন্য লেখনীধারণ করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সদর্থক ভূমিকা আমাদের সামনেই রয়েছে । অথচ তাঁদের সেই প্রতিবাদ হয় নীরবে ঈশ্বরে বিচার সঁপে, নয় সরবেও আনুগত্যশীলতায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে সময়ান্তরে তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে সেই আনুগত্যই শুধু অস্বীকৃত হয়নি, উল্টে আত্মসম্মানের অধিকার সোচ্চার হয়ে উঠেছে । সেখানেও তারাশঙ্করের পথিকৃতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

অন্যদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক'(১৯২৬) উপন্যাসে প্রথম শ্রমজীবী অন্ত্যজ মানুষের জীবন নিবিড় ভাবে উঠে আসে। কলকাতার মহানগরের আলোর চারিদিকে চাঁদের গ্রহণের মতো অন্ত্যজ বস্তীজীবন। সেই বস্তিজীবনের পাঁকের পঙ্কজ প্রেমেন্দ্রের 'পাঁক' উপন্যাসটি। এতে মুচিপাড়ার হতদরিদ্র কালাচাঁদের জীবন-সংগ্রামকে যেভাবে ঔপন্যাসিক আন্তরিকভাবে নিবিড় করে তুলেছেন, তার মধ্যেও নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তবে তার শেষ রক্ষা করা যায়নি। সমাজের উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্যশীলতায় তা কীভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে, ঔপন্যাসিক তাও দেখিয়েছেন। মালিকের বাড়িতে চেয়ারে উঠে ছবি টানাতে গিয়ে একটি ছবি ভেঙে যাওয়ায় মালিকের অকথ্য ভাষায় নির্মম বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাকে 'হারামজাদা' সম্বোধনটি আর সহ্য করতে না পেরে ফুঁসে ওঠে কালাচাঁদ শুধু বলতে পেরেছে, 'গালাগাল দিও না বলছি বাবু!' তাও তার ক্ষুদ্র প্রতিবাদটি বাংলা সাহিত্যে বৃহৎ হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে কালাচাঁদের কাজের দলের সহকর্মীদের নীরবতাই শুধু নয়, কাজ হারানোর ভয়ে তাকেই অপরাধী করে মালিকের কাছে তারা ক্ষমা চেয়ে নেওয়ায় তার প্রতিবাদই নিঃস্ব হয়ে পড়ে না, সেও অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। দলের মিস্ত্রি ষষ্ঠীও কাজ করতে গেলে কালাচাঁদকে ওরকম 'তেজ-ফেজ' ছেড়ে দেওয়ার চেতাবনি দেয়। তারা জেনে গেছে বড়লোকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি বা সামর্থ্য কোনোটাই তাদের নেই। তাদের অসহায় জীবনের নির্মম নিয়তিকে মেনে চলতে তারা বাধ্য। আর সেখানেই অবাধ্য হয় কালাচাঁদ । মনের আগুন সময়ে নিভে যায় ঠিকই, কিন্তু তার রেশ থেকে যায় অস্তিত্বে। উপন্যাসে তার আঁচের পরিচয়ও বর্তমান। নিজের বোন পাঁচির যন্ত্রণাকাতর লজ্জাতুর মুখের কথা স্মরণ করে আপন মনে পথ চলতে গিয়ে কালাচাঁদ সাইকেলের শিক্ষার্থী আরোহীর বেলের আওয়াজ শুনতে পায় না। এজন্য 'এইও শূয়ার স্টুপিড' শোনার পর পরেই 'সাইকেলের চাকাটা তার কোমরে লাগল।' যন্ত্রণার উপরে আরেক যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ কালাচাদ তার প্রতিক্রিয়ায় জানায়, 'কানা হয়ে সাইকেল চালাচ্ছে, দেখতে পাও না শালা!' শুধু তাই নয়, সে ইংরেজি ভাষাগর্বী আক্রমণাত্মক সাইকেল আরোহী ভদ্রলোকের রাঙা মুখ-চোখের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও ভয় পায়নি 'ভারি আমার নবাব সাইকেল চালানেওয়ালা এসেছেন। মারবেন নাকি?' এযে সময়ের প্রেক্ষিত কত বড় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, তা তার পরক্ষণেই সাইকেল আরোহী ভদ্রলোকের পাশে সকলের সমর্থন নিবিড়তায় সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এমনকি, তার সঙ্গের শিবু-ষষ্ঠীও তার বিপক্ষের দলে ভিড়ে যায়। এই দলে ভিড়ে যাওয়ার মধ্যে তাদের বেঁচে থাকার কৌশলের দারিদ্রপনা আরও প্রকট হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কালাচাঁদের প্রতিবাদের আভিজাত্য তাতে আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এজন্য সেই সাইকেল আরোহীই কালাচাঁদের বহুবচনে উচ্চকিত হয়ে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন, 'ছোটলোকের আস্পর্ধা আজকাল ভয়ানক বেড়েছে।' এই বৃদ্ধিটা স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের উচ্চস্তরে শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে, সেকথা অন্যেরা মেনেও নিয়েছে। অন্যদিকে তখনও সমাজের উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ সরব হয়ে ওঠেনি, আনুগত্যশীল দাসত্বেই তা নিঃস্ব হয়ে যেত। আর সেখানেই তারাশঙ্করের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান স্ববাকমূর্তি লাভ করে। তিনিই প্রথম সমাজের নিম্নবর্গের অন্ত্যজ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে সজীব করে তুলেছেন। আর তা করেছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে, লক্ষ্যভেদী অর্জুনের ন্যায়।

কালান্তরে সমাজজীবনের পরিবর্তনে অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্রের অবসানে বণিকতন্ত্রের উত্থান যেমন সময়ের দাবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে,তেমনই সেই ধারাতেই সমাজের উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণের মানুষের আধিপত্যকামী প্রভাবের মান্যতাও শিথিল হয়ে পড়ে। আর সেই অবকাশে সমাজজীবনে নিম্নবর্গের মানুষের নিজের অধিকার ও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' -এর দুই দশকের মধ্যেই তার পরিচয় ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে তার পরিচয় ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে তাঁর শিল্পসচেতন মনের সক্রিয় ভূমিকা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্য-জীবন দ্বিতীয় পর্ব'-এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেছেন 'আমার সাহিত্যকর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব, একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। ক্রমশ বিলীয়মান জমিদারশ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ... জমিদারশ্রেণী ছাড়াও বেদে,পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাক হরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল, বোধ করি এদের কথা অন্য কেউ বিশেষ করে আগে কেউ লেখেন নি বা লেখেন না বলে। সামাজিক পেশার প্রভাবে এরা সচরাচর মানুষ থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব হয়ে ওঠে ।' এভাবেই তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে উঠে আসে কাহার, ডোম,বাগদি, বাউরি,বোষ্টম, সাঁওতাল, গ্রাম্য কবিয়াল প্রভৃতি অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বন্দ্বমুখর জীবন সংগ্রামের কথা। আর সেখানেই নিম্নবর্গের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমাদের সচকিত করে তোলে।

তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' (১৯৪২) উপন্যাসে তার শুভ সূচনা লক্ষণীয়। সেখানে সম্বোধনেই উচ্চ-নীচভেদের আনুগত্যবোধেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। সেখানে 'আপনি-তুমি- তুইক্ষ্ম-এর মর্যাদাবোধের বৈষম্যকে অমান্য করার সৎসাহসের পরিচয় মেলে। জমিজরিপের কাজে আসা কানুনগো দেবনাথ ঘোষকে 'তুই' বললে তাকেও সে 'তুই' বলে সম্বোধন করে। কোনো ভাবেই তা নিয়ে দেবনাথ তার কাছে নতি স্বীকার করেনি। 'গণদেবতা'র এই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেবনাথ ঘোষই ক্রমশ শিবকালীপুরের দেবু পণ্ডিতে পরিণত হয়। অন্যদিকে বৈষম্যপীড়িত সমাজজীবনের সংস্কার, রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির অমান্যতার আরও বিস্তার ঘটে তার পরের উপন্যাস 'পঞ্চগ্রাম'(১৯৪৪)-এ। এটি 'গণদেবতা'রই উত্তরখণ্ড। অন্যদিকে 'পাঁক'-র কালাচাঁদ থেকে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-র করালী অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। সে পাল্কীবাহক কাহার সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও আত্মসম্মানে অত্যন্ত সচেতন । শুধু তাই নয়,তা সে যেচে আদায় করতেও দ্বিধাহীন। হেঁদো মণ্ডলের 'বেটা' অভিধাই তার কাছে হেয় মনে হয়েছে। লেখকের কথায় 'করালী ভুরু কুঁচকে উঠল। ঘোষ মশায় হলে হয়তো ভুরু কুঁচকেই চলে যেত, কিন্তু হেঁদো মণ্ডল মাইতো ঘোষ নয়। সে মুহূর্তে জবাব দিতে উঠল — উ কি? বেটা বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দর লোকের উ কি কথা!' এরূপ ভাষাসচেতনায় সমাজের অগ্রগতি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তার অগ্রগতির নেপথ্যে তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিচয়ও সাহিত্যে নিবিড় হয়ে উঠেছে। করালীর প্রতিবাদের নেপথ্যেও তার পরিচয় বর্তমান। কাহারপাড়ার অভিভাবকসুলভ ব্যক্তিত্ব বনোয়ারীই জানিয়ে দেয়, 'ওই চন্ননপুরের কারখানাতেই ওর মাথা খারাপ করে দিলে।' সেই 'চন্ননপুরের' অনতিদূরে কলকাতার নাগরিক জীবন। শিল্পায়নের দৌলতে গ্রামীণ জীবনেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের বিবর্তনে কৃষিনির্ভর পল্লিবাংলার সমাজজীবনের উত্তরণে কলকারখানার অর্থনৈতিক হাতছানি স্বনির্ভরতাবোধ জাগিয়ে ছিল,তেমনই আত্মসম্মানবোধে সক্রিয় করে তোলে। সেদিক থেকে করালীর প্রতিবাদ নিছকই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় নয়,তা সময়েরই প্রতিফলন। তারাশঙ্কর অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তা তুলে ধরেছেন। গ্রামবাংলার রূপ ও রূপান্তরকে তিনি শুধু আন্তরিক ভাবে লিপিবদ্ধ করেননি, সেখানে নির্মম নিষ্ঠুর বাস্তব জীবনচিত্রের মধ্যেও প্রতিটি উপন্যাসের শেষে প্রত্যাশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের অন্ত্যজ জীবনের কথাকে উপকথায় সামিল করলেও তারাশঙ্কর লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি বা করেননি। কেননা উপকথার মধ্যেই থাকে রূপকথা যা আসলে ইচ্ছে পূরণের গল্প। তারাশঙ্কর তো সেই অপরাজেয় স্বপ্নরঙিন গল্পেই আমাদের পৌঁছে দেন, যেখানে নিম্নবর্গের অন্ত্যজ মানুষের জীবনে সোনালি সূর্য,রাঙা প্রভাতের আলোর হাতছানি মেলে অবিরত।

ঋণ: বিশ শতকে বাংলা উপন্যাস কালান্তরের পদধ্বনি, স্বপনকুমার মণ্ডল

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবার ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরকম 'পরমহংস'? তিনি কি গেরুয়া কাপড় পরে থাকেন? মাস্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞে না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তপোশ পাতা আছে — তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই — তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না। অহর্নিশ তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ব্রাউন সুগার-সহ ৩ মাদক পাচারকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার সমেত দুই মহিলা সহ মোট তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল মালদা সিআইডি। মাদক পাচারের ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যবহার করার চক্র যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এদিনের গ্রেপ্তারের ঘটনায় তা সিআইডি এবং পুলিশ কর্তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকার ৩৪ জাতীয় সড়কের শিলিগুড়িগামী বাস থেকে ওই তিনজন মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ও সিআইডি কর্তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্যাকেট বন্দি ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। মালদার কালিয়াচক থেকে ওই ব্রাউন সুগারগুলি শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে

পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল ধৃত তিন মাদক কারবারী বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে সিআইডির কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সাবিনা খাতুন (৩২), শামিমা বিবি (৩০) এবং জিয়াউল হক (৪০)। ধৃতদের বাড়ি কালিয়াচক থানার বামনগ্রামে। ধৃত জিয়াউলের স্ত্রী হচ্ছে শামিমা। এই দম্পতি মাদক কারবারের মূল পান্ডা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। আর এই পাচার চক্রে গ্রামেরই এক মহিলা সাবিনা খাতুনকে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বহরমপুর থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বাসেই সুজাপুর স্ট্যান্ড থেকে ওই তিনজন ওঠে। ডালখোলার উদ্দেশ্যে তারা বাসের টিকিট কাটে। এই তিন মাদক কারবারীর সম্পর্কে গোপন সূত্রে খবর পায় মালদা সিআইডি'র কর্তারা। এরপরই ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে গভীর রাতে মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কে ওই বাসটিকে দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। সেখান থেকে দুই মহিলা সহ মোট তিনজনকে ব্রাউন সুগার সমেত গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের মাদক কারবার চক্রের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কারবারীরা। মূলত সীমান্তবর্তী এলাকার মহিলাদের মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে এই কাজ করানোর পরিকল্পনায় যুক্ত করছে মাদক কারবারী চক্রের পান্ডারা। যদিও পুলিশি সক্রিয়তার কারণে এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ধরপাকড় করা হচ্ছে। ধৃতদের বুধবার মালদা আদালতে পেশ করার পাশাপাশি নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে সিআইডি কর্তারা। ধৃতরা এই ব্রাউন সুগারগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং এগুলি কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েছিল সেই ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সিআইডি'র কর্তারা।

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষের জমির গাছকাটার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা থানার অন্তর্গত বনকাটি পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির এক কর্মাধ্যক্ষের জমি থেকে গাছ কাটানোর অভিযোগ উঠল কাঁকসার বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাস্যুম খাতুনের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বুলু রায় বনপথ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন।

বুলু রায়ের অভিযোগ, তাঁর স্বামী কাঁকসার বনকাটি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুদ্ধদেব রায় গত কয়েক মাস আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেই সময় বাড়ির সকলে ব্যস্ত থাকার ফলে তাঁরা তাঁদের জমির দিকে ধ্যান দিতে পারেননি। সেই সুযোগ নিয়ে কাঁকসা বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাস্যুম খাতুন তাঁর জমিতে থাকা শালগাছ প্রায় ১০০টির বেশি গাছ কাটার অনুমতি দিয়ে দেন এক ব্যবসায়ীকে। তাঁর অভিযোগ, জমির মালিককে না জানিয়ে কী ভাবে তিনি অনুমতি দেন। এই বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাঁদের অনুমতি না নিয়েই এই কাজ করেছেন বলে তাঁর দাবি।

তাঁর স্বামী তৃণমূলের কাঁকসা বনকাটি অঞ্চল সভাপতি বুদ্ধদেব রায় দাবি করেন, বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যবে থেকে চেয়ারে বসেছেন, তবে থেকেই তিনি তাঁর মনমর্জি মতা কাজ করে যাচ্ছেন এবং তাঁকে পুরোপুরি সাহায্য করে যাচ্ছেন তাঁর স্বামী শেখ কিরণ। এই শেখ কিরণ ২০২১ সালে নকল প্যাড তৈরি করে বালি পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি জেলও খাটেন। বর্তমানে তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হলেও, তাঁর ওপর ঈর্ষার কারণে তিনি এই কাজ করছেন বলে তাঁর দাবি। কিছুদিন আগেও তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি জমি নিজের নামে করে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তাতেও তাঁকে জব্দ করতে না পেরে তাঁর স্ত্রীর জমির ওপর লাগানো মূল্যবান গাছ কাটান।

এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি তিনি দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছেও এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাবাস্যুম খাতুনের কাছে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি এই বিষয়ে কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে তৃণমূলের দুই দাপুটে নেতার দ্বন্দ্বে আগামী দিনে কাঁকসার বনকাটি এলাকায় বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল।

পানাগড়ে কাঁচা সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ না করার অভিযোগ অধিকারিকদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বাজারে কাঁচা সবজির দাম নিত্যদিন ঊর্ধ্বমুখী। কাঁচা সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেও, অভিযোগ, পানাগড় বাজারে কাঁচা সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনও রকম পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি আধিকারিকদের। যার কারণে ক্ষুব্ধ পানাগড়ের বাসিন্দারা। বুধবার পানাগড় বাজারে অন্যান্য সবজির পাশাপাশি আলু বিক্রি হয় ৪০ থেকে ৫০ টাকা প্রতি কেজি। এদিন সকাল থেকেই পানাগড় বাজারে বাজার করতে বেরিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপড়ে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, আলু এমন একটা সবজি যেটি না হলে চলে না। অথচ আলুর দাম নিত্যদিন বেড়েই চলেছে। কোথাও ৪০ টাকা আবার তার থেকেও ভালো আলু নিতে

গেলে তার দাম পড়ে যাচ্ছে ৫০ টাকা। নিত্যদিন সবজির দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু প্রশাসনের এই বিষয়ে কোনও রকম হেলদল নেই। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমজনতাকে।

যদিও বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে সবজির জোগান কম, যার কারণে চাহিদা বেশি থাকায় সবজির দাম বাড়ছে। ব্যবসায়ীদের দাবি ধর্মঘটের জেরে আলুর স্টোর বন্ধ থাকায় বাজারে আলু না আসায় নিত্যদিন দাম বেড়ে চলেছে। চাহিদার তুলনায় জোগান না বাড়লে আগামী দিনে আলুর দাম আরও বাড়তে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

আলুর মূল্যবৃদ্ধিতে জনতার পাশে সরকার ও স্ত্রী প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আলুর ক্রমবর্ধমান হারে মূল্যবৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ফার্মাস প্রডিউসার কোম্পানির মাধ্যমে কম মূল্যে জনসাধারণের কাছে আলু পৌঁছে দেওয়ার ও তাতে পাশে দাঁড়িয়েছে গ্রান্ট থর্নটন ভারত ও এইচডিএফসি পরিবর্তনের দ্বারা গঠিত ভাতার মহিলা অ্যাগ্রো ফার্মাস প্রডিউসার কোম্পানি। সরকারি আদেশে তারা জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভাতার অঞ্চলে বাজারের থেকে কম মূল্যে আলু পৌঁছে দিচ্ছে তারা সাধারণ মানুষের কাছে।

এই বিষয়ে গ্রান্ট থর্নটন ভারতের প্রতিনিধি ড. রাপ্তি পান বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে আলুর মূল্যবৃদ্ধিতে জনসাধারণের সমস্যা হচ্ছে। যেখানে আমাদের এফপিসি এক অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। তাই আমাদের এফপিসি দ্রুত চাষিদের ঘর থেকে মজুত আলু নিয়ে এসে বাজারের চেয়ে কম বিক্রয় করছে।' এফপিসির সদস্যা রোশমিনা বেগম বলেন, 'মানুষের স্বার্থেই এই এফপিসি তৈরি করা হয়েছে। তাই আমরা জনসাধারণের পাশে আছি, এলাকার জনসাধারণ আমাদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন, আগামী দিনে আমরা স্বল্প মূল্যে সার বিক্রি করে কৃষকদের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়েছি।'

দলিল হারানোর নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে,রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩১৪৬ -১৯৬০ সালের এবং ৩৯৯ খতিয়ান নং আরএস নং ১৯৪৭, মৌজা : ঢালুয়া, জেএল নং ৪৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর- শ্রী শীর্ষেন্দু মজুমদার, পিতা সুরথনাথ মজুমদার, শ্রী ভাস্কর রায় প্রযত্নে হরিপদ রায় এবং শ্রীমতি ডোনা রায় প্রযত্নে ভাস্কর রায় এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এলগিন রোড শাখা শ্রী কাজল ঘোষ এবং শ্রীমতি শিখা ঘোষকে উক্ত সম্পত্তির বন্ধকদত্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এলগিন রোড শাখার অনুকূলে সাপেক্ষে ৪০.০০ লাখ টাকা গৃহ ঋণ মঞ্জুর করেছে।

SBI — শান্তিনিকেতন ব্রাঞ্চ — ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, পো. এবং থানা - শান্তিনিকেতন, জেলা - বীরভূম
পিন - ৭৩১ ২৩৫, ফোন নং - ৮০০১১ ৯৫২৭৭, ইমেল আইডি : Sbi.02121@sbi.co.in

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রী রোহিত কুমার, ই-মেল আইডি : Sbi.02121@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৮০০১১ ৯৫২৭৭

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৭.০৮.২০২৪

সময় : ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত। প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

আগ্রহী ডাকদাতারা ই-নিলাম বন্ধের পূর্বেই এমএসটিসি সহ প্রাক-ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক-ডাক ইএমডির স্বীকৃতি কেবল এমএসটিসি এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আদায় গৃহীত হওয়ার পরই ডাকদাতাকে জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাবে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এজন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বেই দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** **২৭.০৮.২০২৪** তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৫,২২,৮০৩.০০ টাকা** (পনের লাখ বাইশ হাজার আটশ তিন টাকা) **১৩.০৩.২০১৯** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী শংকর প্রামাণিকের** কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা দাখিল করতে হবে নিম্নোক্ত মতে :

সম্পত্তি(সমূহ)/সম্পদ(সমূহের) বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৮১৫ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ৯২/৯১, মৌজা : বোলপুর, জেএল নং ৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৭১৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৯৯৮, বর্তমান এলআর নং ৮৫৮১, আরএস প্লট নং ২৭৩, এলআর প্লট নং ৩০১, ওয়ার্ড নং ৮, বোলপুর পুরসভা অধীন, থানা : বোলপুর। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শঙ্কর প্রামাণিক,** পিতা প্রয়াত আনন্দ প্রামাণিক, ভুবনডাঙ্গা কালী মন্দিরের নিকট, পো এবং থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২০৪। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ **পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়** ১২.০৮.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শান্তিনিকেতন, বোলপুর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, রুমা সুইটস বিল্ডিং, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিমবঙ্গ মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GQ1148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, ব্যয় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১. মমতাজ বিবি এবং সাদ্দাম হুসেন ২. লোন এ/সি ০৭১৩৬৭৫১০০০০২৯৩৬	ক) ০২.০৫.২০২৪ খ) ২০.০৭.২০২৪ গ) ৭,৫৬,৭৬৩.০৭ টাকা (সাত লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশ তেষট্টি টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা ৮ জানুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং সি৪, ৫ম তল, আকৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া, পো/থানা/জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১০১, পরিমাণ ৭৭২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) এবং কার পার্কিং এরিয়া : ১২৫ বর্গফুট, বাঁকুড়া জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ : পূর্বে : অন্যান্য হোল্ডিং, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া পুর সড়ক, উত্তরে : রাজেশ আধুরিয়া এবং অন্যান্যর হোল্ডিং, দক্ষিণে : হেলথ পয়েন্ট ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এবং অন্যান্যের হোল্ডিং।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭,
ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬, মোবাইল নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, ব্যয় আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) প্রয়াত ধর্মেন্দ্র কুমার রায় (রাই) (ঋণগ্রহীতা) এবং প্রয়াত সংগীতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) শ্রী আদিত্য কুমার রায় এবং শ্রী অশ্বিনী কুমার রায়, ণগ্রহীতাগণের আইনি উত্তরাধিকারীগণকে জানানো হয়েছে ২) লোন এ/সি ০০৬০৬৭৫১০০০৪০৫৫৮ ০৩৯৯৬৭৫১০০০০২৩০১	১) ২৫.০৪.২০২৪ ২) ১৯.০৭.২০২৪ ৩) ২১,০৩,৯১৯ টাকা (একুশ লাখ তিন হাজার নশো উনিশ টাকা) ০৯.০৩.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন (১২০০ বর্গফুট প্রতিটি তলে) (সিমেন্টের মেঝে) আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৬২ , আরএস খতিয়ান নং ১৫৮০, এবং ১৫৮১, অবস্থিত মৌজা : পারুই, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, তৌজি নং ৩৫১, বর্তমান মহেশতলা পুরসভা অধীন,হোল্ডিং নং এফ৩-১৫০/নতুন, বাসুদেবপুর রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা : মহেশতলা পুরসভা এডিএসআরও বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : জমি দাগ নং ৮৯২। দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৮৯২, পূর্বে : পরেশ মন্ডল এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
২	১) ঋণগ্রহীতাগণ শ্রী আশিস পাত্র, শ্রীমতি স্বর্ণ পাত্র ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা ২) লোন এ/সি ১২৭০৬৭৫১০০০০১৯৪৬ এবং ১২৭০৬৭৫১০০০০১৯৫৩	১) ৩০.০৫.২০২২ ২) ১৯.০৭.২০২৪ (স্বত্ব দখলীকৃত) ৩) ২৩,১৩,১৫১.০০ টাকা (তেইশ লাখ তেরো হাজার একশ একান্ন টাকা) ১৫.১২.২০২১ অনুযায়ী এবং ১৬.১২.২০২১ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১সি, দোতলা (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে),পরিমাণ ৮৩০ বর্গফুট, টাইলসের মেঝে, ২ বেড রুম, এক কিচেন,এক ডাইনিং,এক ব্যালকনি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্লট নং ১৭, অবস্থিত মৌজা : পাঁচপোতা, জেএল নং ৪২, ১ তৌজি নং ২৫০, পরগনা : মেদানমোল্লা , আরএস দাগ নং ১৬২, এলআর দাগ নং ১৭৭, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ৩, পাঁচপোতা, এডিএসআর : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পরিমাণ এরিয়া ৪ কাঠা ৪ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশত আরএসদাগ নং ২৮, দক্ষিণে : ২৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : অংশত আরএসদাগ নং ১৬০, পশ্চিমে : অংশত আরএস দাগ নং ১৬২।
৩	১) অজয় দুবে (ঋণগ্রহীতা) এবং রুনি কুমারি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) লোন এ/সি নং ০১২৬৭৫১০০০০৭৯৯৩	১) ২৬.০৪.২০২৪ ২) ২০.০৭.২০২৪ ৩) ৭,৬৮,৯৪৩.৮২ টাকা (সাত লাখ আটষট্টি হাজার নশো তেতাল্লিশ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) ১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট অবস্থিত ৪র্থতলে, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ফ্ল্যাট দুই বেড রুম,এক কিচেন,এক ডাইনিং রুম, এক টয়লেট,এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ১৩ ছটাক ২০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : রায়নগর,জেএল নং ৪৭, দাগ নং ৩১২,খতিয়ান নং ৫০২, ৫০৮ এবং ৫১৫ প্রেমিসেস নং ১৭০, দক্ষিণ রায়নগর, কলকাতা: ৭০০০৭০,ওয়ার্ড নং ১১২, বরো নং ১১, কলকাতা পৌর সংস্থা, এডিএসআর আলিপুর অধীন,থানা : রিজেন্ট পার্ক,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড,দক্ষিণে : অংশত দাগ নং ৩১১ এবং ৪৭০; পূর্বে : ২৬ ফুট রায়নগর মেন রোড,;পশ্চিমে : অংশত দাগ নং ৩১২ এবং ৩১৭।
৪	১) শ্রী সোম সুভর দাস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি মণীষা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) লোন এ/সি নং ১৬৭৬৬৭৫১০০০০২৪৬২ ১৬৭৬৬৭৫১০০০০২৪৭৯ এবং ১৬৭৬৬৭৫১০০০০৩২৮৫	১) ২২.০৪.২০২৪ ২) ২০.০৭.২০২৪ ৩) ৭৪,৫৫,৩৮৩.১৮ টাকা (চুয়াত্তর লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ তিরাশি টাকা এবং আঠার পয়সা) ১১.১০.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নং এ২/২/৮, টাইপ এ-২, অবস্থিত পঞ্চমতলে, ঢাকা এরিয়া ৯১ বর্গমিটার সমপরিমাণ ৯৭৯.৫২ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭৫.৪২৪ বর্গফুট কমবেশি ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ বারান্দা এবং ২ টয়লেট এবং ঢাকা গ্যারাজ স্পেস নং ৩৩ পরিমাণ এরিয়া ১৮.২৯ বর্গমিটার সমপরিমাণ ১৯৬.৮৭ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত একতলায় উক্ত দ্য জবা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি এবং অবিভক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য যথাযথ ভাগ অংশ জমির গলফ গ্রিন স্থিত অবস্থিত ৩৯এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : যাদবপুর, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৯৫ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ২.১০৪ একর এবং হাউসিং কমপ্লেক্স অবস্থিত মৌজা : অরকপুর, অধীক্ষেত্রাধীন তালিকা নং ৩৯, সিএস প্লট অংশ ৩৫৮ (অংশ), প্রেমিসেস নং ৩৯এ,প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,থানা: যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৯৫।চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশত সিএস প্লট নং ৩৫৮;দক্ষিণে : অংশত সি এস প্লট নং ৩৫৮; পূর্বে : অংশত সি এস প্লট নং ৩৫৮;পশ্চিমে : অংশত সি এস প্লট নং ৩৫৮।
৫	১) শ্রী অভিজিৎ দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি মৌসুমী দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) লোন এ/সি নং ০১২৬৭৫১০০০১৩৯৬১	১) ২৬.০৪.২০২৪ ২) ২০.০৭.২০২৪ ৩) ৬,৯২,১৬১.০০ টাকা (ছয় লাখ বিরানব্বই হাজার একশ একষট্টি টাকা) ১০.০১.২০২৪ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৫মতলে, পরিমাণ ১০১৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং ১টি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ভবনের অবিভক্ত ভাগ অংশ জমির প্রেমিসেস নং ৩/১এ, পদ্মপুকুর রোড,কলকাতা: ৭০০০৯২ , থানা : যাদবপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন,জমির পরিমাণ ১৯ কাঠা ১০ ছটাক ৩৭.১৫ বর্গফুট কমবেশি এবং ভাড়ায় ব্যবহৃত আউট হাউস এবং নির্মাণ অংশত প্রেমিসেস নং ৩/১এ, পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা: ৭০০০৯২, থানা : যাদবপুর, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৮ অধীন , থানা : যাদবপুর, মৌজা : রাইপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা,চৌহদ্দি : উত্তরে: কলোনি রোড,দক্ষিণে : সাধারণ সড়ক, পূর্বে : পদ্মপুকুর রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৩/১ পদ্মপুকুর রোড।
৬	১) অলোক যাদব (ঋণগ্রহীতা) ২) লোন এ/সি নং ০০১২৬৭৫১০০০৯৫০৩৫ এবং ০০১২৬৭৫১০০০৯৫০৪৪	১) ২৭.০৩.২০২৪ ২) ২০.০৭.২০২৪ ৩) ১,১৩,২৩২.০০ টাকা (এক লাখ তেরো হাজার দুশো বত্রিশ টাকা) লোন ইনস্যুরেন্স মোট ২৫,৪৯,৪০৭.৭২ টাকা (পঁচিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশ সাত টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) ০৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা এবং মার্বেল মেঝে সমন্বিত), ফ্ল্যাট নং ৫সি এবং ৫ডি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৯৭ বর্গফুট এবং ৫২৬ বর্গফুট উক্ত ফ্ল্যাটগুলির মোট এরিয়া কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪২৩ বর্গফুট ৬ষ্ঠতলে, উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে, ৩ বেডরুম এক ডাইনিং হল, এক কিচেন, দুই টয়লেট, দুই ব্যালকনি, সংশ্লিষ্ট বহুতল ভবনে এবং সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধাদি এবং সকলের জন্য পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক , মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ১০৯, ৩১১ এবং ৩৩৯, পুরসভা সার্ভে সিট নং ৯৬, আরএস সিট নং ৯২, তৌজি নং ১১৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৩৬। প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪, উমেশ নিয়োগী রোড, পো : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা: ৭০০০২৪, অধিক্ষেত্র সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,এবং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত নির্মাণের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ১৪ ছটাক এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত জেলা : দক্ষিণ ২৪পরগনা, ডিএসআর: আলিপুর, এডিএসআর : বেহালা, মৌজা : গার্ডেন রিচ, থানা: মেটিয়াব্রুজ,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএসএবং এলআর দাগ নং ৩০১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬,এলআর খতিয়ান নং১০৯, ৩১১এবং ৩৩৯, পুরসভা সার্ভে সিট নং ৯৬, আরএস সিট নং ৯২, তৌজি নং ১১৯, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৩৬। প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪, উমেশ নিয়োগী রোড, পো : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা: ৭০০০২৪, অ্যাসেসি নং ৫১-১৩৬-১৬-০০১৫-৪,সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। চৌহদ্দি নিম্নোক্তমতে : উত্তরে : সম্পত্তি প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪/বি, ; দক্ষিণে : ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : উমেশ নিয়োগী রোড ; পশ্চিমে : সম্পত্তি প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪/এ।
৭	১) শ্রী বিপ্লব মজুমদার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি শিখা মজুমদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) লোন এ/সি নং ০২৬৩৬৭৫১০০০০৩৩২২ ০২৬৩৬৭৫১০০০০৩৩৩৯	১) ০৩.০২.২০২৪ ২) ২২.০৭.২০২৪ ৩) ৩২,৫৫,৩১৯.৯৯ টাকা (বত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ উনিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) ০৯.০৯.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য এর যথাযথ ভাগ অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এফএফ-১ পরিমাণ ১২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ৩ বেড রুম, পূজা রুম, ডাইনিং তথা ড্রইং তথা খোলা কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ২ ব্যালকনি অবস্থিত উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমদিকে পঞ্চমতলে,প্রেমিসেসের নাম মায়া টাওয়ার, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবস্থিত প্লট নং ৩, পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৯/এ, অম্বিকা মুখার্জি রোড (পূর্বাচল), ওয়ার্ড নং ৩৪, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : ঘোলা,কলকাতা : ৭০০১১৩,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা,দক্ষিণে : সিঁড়ি, লিফট এবং ফ্ল্যাট;পূর্বে :খোলা জায়গা; পশ্চিমে : খোলা জায়গা, নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

দোগাছি আদর্শপল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজি নং- ৯৫, তারিখ ইংরাজী ৩১.০৭.১৯৪৮,
সাং + পোঃ দোগাছি, থানা- কোতয়ালী, নদীয়া

এতদ্বারা দোগাছি আদর্শপল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮.০৮.২০২৪ রবিবার সকাল ১১টায় দোগাছি হাইস্কুলে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় ৯ (নয়) জন (সাধারণ - ৬, মহিলা- ২, এস.সি./এস.টি.-১) পরিচালক মন্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নির্ঘন্ট সমিতির অফিসে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হবে। সমিতির সকল চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, যেকোন কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে ৩টার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবেন। চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত সকল সদস্য/সদস্যাকে এই বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রাণেশ বিশ্বাস
সহকারি রিটার্নিং অফিসার
দোগাছি আদর্শপল্লী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড-এর ১০২ ধারা অধীনে রমেশ কুমার আগরওয়াল (রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা)-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	রমেশ কুমার আগরওয়াল
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	৫, গোখলে রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	জামিনদাতা কর্তৃক প্রদত্ত কর্পোরেট ডেটরের নাম	মেসার্স রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড
৪.	আবেদন অনুমোদনের বিস্তারিত	অর্ডার তারিখ ২২.০৭.২০২৪ মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ, সিপি(আইবি) নং ৩৮৫/কেবি/২০২১ কর্তৃক ইস্যুকৃত
৫.	আইবিসি, ২০১৬ অধীনে ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২২ জুলাই ২০২৪
৬.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কুমার সুরেকা, আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	"সেন্ট্রাল প্লাজা", ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ ইমেল : ipneerajsureka@gmail.com
৮.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	"সেন্ট্রাল প্লাজা", ৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ ইমেল : rameshagarwalpg@gmail.com
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৫ আগস্ট ২০২৪
১০.	দাবি জমার সংশ্লিষ্ট ফর্ম	https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে শ্রী রমেশ কুমার আগরওয়াল, রিদম ওভারসিজ ট্রেড লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর ৯৫ ধারা অধীনে উল্লেখ্য অর্ডার তারিখ ২২ জুলাই ২০২৪, সিপি(আইবি) নং - ৩৮৫/কেবি/২০২১ ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া শুরু।
শ্রী রমেশ কুমার আগরওয়াল-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবিত ফর্ম "ফর্ম বি" ২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৭(১) অধীনে দফা নং ৮ এ প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানায় দাখিল করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং অন্য প্রযোজ্য আইন অধীনে মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা বা জেল হতে পারে।

স্বা/-
নীরজ কুমার সুরেকা
প্রস্তাব পেশাদার

তারিখ : ২৪.০৭.২০২৪ — আইপি রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P01539/2019-2020/12517
স্থান : কলকাতা — বৈধ ০৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — এলাহাবাদ ALLAHABAD — দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

প্রতি
১. গীতা শাল এবং লন্ড্রি (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রী অজয় কুমার দাস)
গ্রাম : পূজালী, রঘুনাথপুর, পো : পূজালী,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮
২. শ্রী অজয় কুমার দাস (ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)
পিতা শ্রী নিরাপদ দাস, গ্রাম : পূজালী, রঘুনাথপুর, পো : পূজালী,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮
৩. শ্রীমতি ছায়া দাস (ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)
স্বামী শ্রী অজয় কুমার দাস, গ্রাম : পূজালী, রঘুনাথপুর, পো : পূজালী,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮

বিষয় - আপনার লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিশ্চিন্তপুর শাখা (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)-রেজি

আপনি প্রথম একটি মালিকানাধীন সংস্থা আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় ব্যক্তি। আপনার মধ্যে ৩ জন আপনার মধ্যে ১ম এবং ২ জনের দ্বারা নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের গ্যারান্টার। আপনার মধ্যে ২য় এবং ৩য় হল বন্ধকদাতা।
আপনার ১ম ও ২য় জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ১ম ও ২য় জনের দ্বারা সেগুলি নেওয়া হয়েছিল।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (লাখ টাকায়)
ক্যাশ ক্রেডিট (**MICRO-SMALL-ENT-OCC-REPO**) (A/C No- 50123202019)	২.৫০
টার্ম লোন (**MSME TL-IND GECLS COVID 19**) (A/C No- 58000866671)	০.৫০
মোট	৩.০০

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন -

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. ক্যাশ ক্রেডিট - এ/সি নং - ৫০১২৩২০২০১৯ ২. টার্ম লোন (GECLS COVID 19) A/C No- 58004801698	আবেদন, অনুমোদন পত্র, অনুমোদন পত্রের স্বীকৃতি, ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঘোষণা-বন্ধকদাতার এফিডেভিট, স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত

০৭.০৯.২০১২ তারিখের গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের নিশ্চয়তা আপনার নং ২ এবং ৩ দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। **গ্রাম পূজালি, রঘুনাথপুর, পো. পুজালি, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা** এবং সেখানে নির্ধারিত সম্পদ/স্টক/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) র বন্ধক/দায়বদ্ধ দ্বারা উল্লিখিত ঋণের পরিশোধ করা হয়েছে নীচের তফসিল অনুযায়ী।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণখেলাপি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **২৬.১০.২০২৩ থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সুবিধা	অ্যাকাউন্ট নাম্বার	০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বুক ব্যালান্স	০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এমওআই	০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী ফি/চার্জ
সিসি	৫০১২৩২০২০১৯	২৪৯৭৫৩	৪২৪৮৯	২৩৬
টিএল (GECLS)	৫৮০০০৮৬৬৬৭১	৩৪৫৭৩	৩৭৬৩	
পরিমাণ		২৮৪৩২৬	৪৬২৫২	২৩৬
মোট	৩,৩০,৮১৪			

০৯.০৭.২০২৪ তারিখে আপনাদের দ্বারা প্রদেয় বকেয়া হল **৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা (তিন লাখ তিরিশ হাজার আটশ চোদ্দ টাকা)** এবং উল্লিখিত পরিমাণ **১০.০৭.২০২৪** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী/চার্জ তৈরি করেছেন ব্যাংক দ্বারা।
অতএব, আপনাদেরকে এতদ্বারা বর্তমান তারিখ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ অর্থাৎ **৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা (তিন লাখ তিরিশ হাজার আটশ চোদ্দ টাকা)** এবং উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ সেকশন ১৩ (২) এর অধীনে জারি করা নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে উল্লিখিত আইনের অধীনে আপনাকে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। আপনারা যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এই তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের সাপেক্ষে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে আইনের সেকশন ১৩ (১৩) এর বিধান অনুযায়ী বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিলে দেওয়া হয়েছে) ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করা যাবে না। উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ ডিআরএটি/ আদালত এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাত না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেইসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত হওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাঙ্কের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

তপশিল

দায়বদ্ধ সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :
দায়বদ্ধ সম্পদ : দায়বদ্ধ মজুত, বুক ডেটস এবং সমুদয় চালু সম্পদ -সংস্থার বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ত।
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, তৌজি নং ৩৫৮,জেএল নং ৪০, খতিয়ান নং ২৪৭ (সাবেক) এলআর খতিয়ান নং ৬৯৩, দাগ নং ৮৩ (সাবেক) এলআর দাগ নং ১১৫, পূজালী পুরসভা অধীন,কলকাতা : ৭০০১৩৮, ওয়ার্ড নং ৪, দলিল নং ১১৯৩-১৯৯৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বজবজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯, পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১১৮, সম্পত্তি শ্রী অজয় কুমার দাসের নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক পূজালী পুরসভা অধীনে এবং পাঁচু মান্নার জমি, দক্ষিণে : ছায়া দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : মদন মন্ডলের ভবন সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৪ ফুট পুরসভা সড়ক।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২৪ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লুটে বাধা দেওয়ায় ব্যাংকের ক্যাশিয়ারকে গুলি, গাড়ি ধাবা করে গ্রেপ্তার ২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ব্যাংক কর্মীর পেটে গুলি করার পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীদের মারধরের পর লক্ষাধিক টাকা লুট সশস্ত্র ডাকাত দলের। বুধবার দুপুরে গাজোল থানার কৃষ্ণপুর এলাকার কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ব্যাংকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকার ডাকাতি করে সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতী। এরপর গাজোল পেরিয়ে গাড়ি করে দুষ্কৃতীর দলটি পুরাতন মালদা থানার ভাবুক অঞ্চলের সুকানদিঘি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে পালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করে দেয়। এরপরই সুকানদিঘি এলাকায় সরাসরি পুলিশের মুখোমুখি হয় ডাকাতদলের গাড়িটি। পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ডাকাত দল গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। তখনই দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যে পুলিশকে গুলি ছুঁড়তে হয় বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধ দুই দুষ্কৃতীর নাম মাইদুল ইসলাম এবং সমীর মণ্ডল। প্রথম জনের বাড়ি চাঁচল থানার মালিকপাড়া এলাকায়। দ্বিতীয়জনের বাড়ি গাজোল থানার বটতলা এলাকায়। দু'জনের পায়ে গুলি লেগেছে। গুলিবিদ্ধ দুই দুষ্কৃতী পুলিশি নজরদারিতে চিকিৎসাধীন রয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

ব্যাংকের এক মহিলা পদস্থ কর্মী জানিয়েছেন, ৭ থেকে ৮ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল হাতে বন্দুক নিয়েই ব্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর কয়েকজন কর্মীকে এলোপাথারি মারধরের পর, ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের পেটে গুলি চালায়। আহত ব্যাংক কর্মীর নাম যোগেশ্বর মণ্ডল (৩২)। তার বাড়ি গাজোল থানার শিক্ষকপল্লি এলাকায়। যোগেশ্বরবাবু সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত। দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলি পেটের ডান দিকে লেগেছে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করানো হয়েছে। এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের হামলায় আরো দুইজন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মীও আঘাত পেয়েছেন। যদিও তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাংক কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ সাত থেকে আটজনের সশস্ত্র একটি দুষ্কৃতীর দল আচমকায় কৃষ্ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ব্যাংকে ঢুকে পড়ে। তাদের অধিকাংশের হাতেই ধারালো অস্ত্র এবং বন্দুক ছিল। মুখ কাপড়ে ঢাকা ছিল। প্রত্যকের চোখে কালো চশমা ছিল। বেশিরভাগ দুষ্কৃতী হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল। এরপরই ব্যাংকের টাকা লুট শুরু করতেই বাধা দেয় ক্যাশিয়ার যোগেশ্বরবাবু। তখন তাকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা পালানোর সময়ও শূন্যে গুলি ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। এদিকে এই ঘটনার পর গাজোল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী তদন্তে পৌঁছয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সুপারভাইজার অনিতা সরকার বলেন, এই ব্যাংকে প্রতিদিনই অনেক টাকা লেনদেন হয়। এমন ঘটনা কোনওদিন আগে ঘটেনি। যারা ডাকাতি করেছে, তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ধরে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা জুড়ে নাকা চেকিং শুরু করা হয়েছে।

তৃণমূলে দুই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে ভোটাভুটিতে সহ সভাপতি নির্বাচন, নিশ্ছিদ্র পুলিশি নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুল এক পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সহ বোর্ড গঠন হল আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর ভোটাভুটিতে ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে। শেষ পর্যন্ত পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হকের গোষ্ঠী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি ও ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপেন মাইতির কাছে ছয় ভোটে পরাজিত হয়। নইমুল হক গোষ্ঠী পায় ১৬ টা ভোট আর ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপেন মাইতির গোষ্ঠী পায় ২২ ভোট। দুই গোষ্ঠীকে থামাতে মাঠে নামতে হয় হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি কৃশানু রায়কে।

ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তায় ঘেরা হয় মহকুমা চত্বর। চারিদিক ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা চলে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর ভোটাভুটি। প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনে খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৯ টি আসনের মধ্যে ৩২ টি আসন পায় শাসক দল তৃণমূল, ৬ টি বিজেপি ও ১ টি সিপিআইএম। শাসক দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ১৭ জন তৃণমুলের স্থায়ী সমিতির সদস্য পদত্যাগ করেন। এর ফলে বোর্ড ভেঙে যায়। গত ১৫ জুলাই খানাকুল ১ নং সমিতির সভাকক্ষে বোর্ড গঠনের পদক্ষেপ নেওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির শাসকদলের দুপক্ষের মারামারি বেঁধে যায়। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন হয় খানাকুল ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সামনে। পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাপতির মাথা ফাটে। অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরাও কমবেশি আহত হয়। বুধবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মাথা ফাটা অবস্থায় ব্যান্ডেজ বেঁধে অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে আসেন সভাপতি। এই বিষয়ে খানাকুল এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নইমুল হক বলেন, খানাকুল ও আরামবাগের মানুষের কাছে কালাদিন। চারদিন ধরে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় সদস্যদের আটকে রেখে ভোট করাতে বাধ্য করে। আর সবার সামনে দেখিয়ে ভোট হয়, যেটা গণতন্ত্রে হয় না। রামেন্দু সিংহ রায় একজন দুশ্চরিত্র, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কাজ করলেন তা খানাকুলের মানুষের কাছে কালাদিন। প্রতিবাদ করা হলেও প্রশাসন গুরুত্ব দেয়নি। সোনা চোর ও মাতালদের দিয়ে রামেন্দু সিংহ রায় তোলাবাজি করছে। অপরদিকে সদ্য সহ সভাপতি মিন্টু পাল বলেন, এক বছর ধরে দলকে আমরা ভাবিয়েছিলাম, দল সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভালো লেগেছে। জয়লাভ করেছি। নিশ্চিত ভাবেই খানাকুলের উন্নয়ন হবে। সভাপতি শম্পা মাইতি বলেন, এটা কালাদিন নয়, এটা আনন্দের দিন। ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপেন মাইতি বলেন, এখানে ভোটাভুটি হয়। বিজেপির ছয় জনকে নিয়ে নইমুল হক ভোট করেছ। ও দলের কেউ নয়। বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের জন্য চরম অস্বস্তিতে শাসক দল।

গঙ্গা ভাঙনের বিরুদ্ধে কেন্দ্র উদাসীন, রাজ্যসভার অধিবেশনে সোচ্চার সাংসদ মৌসুম নুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার গঙ্গা ভাঙনের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার উদাসীন মনোভাব দেখানোয় রাজ্যসভার অধিবেশনে সোচ্চার হলেন তৃণমূল সাংসদ মৌসুম নুর। বুধবার জিরো আওয়ার্সের রাজ্যসভার অধিবেশনের সরাসরি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে স্পিকারের সামনেই কড়া সমালোচনা করেন তৃণমূল সাংসদ মৌসুম নুর। তিনি বলেন, ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে সাধারণ বাজেটে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে গঙ্গার ভাঙন ও বন্যার প্রতিরোধের বিষয়ে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা গঙ্গার ভাঙনে জর্জরিত। এছাড়াও ফুলহার, মহানন্দার মতো অনেক নদী রয়েছে, সেই সব এলাকায় এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙন চলছে। বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছে। সরকারি, বেসরকারি প্রচুর জমি নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার মালদার ভাঙন সমস্যা নিয়ে কোনো রকম ইতিবাচক মনোভাব দেখায়নি।

এদিন রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ মৌসুম নুরের বক্তব্য শুনে রীতিমতো টেবিল বাজিয়ে দলের অন্যান্য সাংসদেরা সহমত জানিয়েছেন। সাংসদ মৌসম নুর বলেন, এবারের যে বাজেট পেশ করা হল তাতে ভাঙন-কবলিত মালদা জেলাকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। মালদার অর্থকারী ফল আম। কিন্তু গঙ্গা ও ফুলহার নদীর ভাঙনে বিঘার পর বিঘা আমের বাগান তলিয়ে যাচ্ছে। ভাঙন সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র যদি এরকম মনোভাব দেখায় তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে। তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ করে মালদার ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করে চলেছেন।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চিত রাখার প্রতিবাদে এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংসদের রাজ্যসভার কক্ষে জিরো আওয়ার্সে প্রতিনিধি হিসেবে মালদার গঙ্গা ভাঙন সমস্যার কথা তুলে ধরেছি। এছাড়া আরো অন্যান্য নদীর ভাঙন ও জেলায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। সে কোথাও এদিন স্পিকারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো উদাসীন। দ্রুততার সঙ্গে যাতে ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মালদার ভাঙন সমস্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে কাজ করে সেই দাবিও করা হয়েছে।

জমি বিবাদ জেরে সংঘর্ষ, মৃত ১ তৃণমূল কর্মী, গ্রেপ্তার ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত এক তৃণমূল কর্মী। অভিযোগের তীর স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তপ্ত গোটা এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের কমলাগাও সুজালী এলাকায়। এই ঘটনায় পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল ওই এলাকার বাসিন্দা মজিবুর রহমানের পরিবার ও পঞ্চায়েত সদস্যা হুসনেরা খাতুনের স্বামী ফরাজুলের মধ্যে। বুধবার ফরাজুল সেই জমি দখল করতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বাঁধা দিতে গেলে সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মৃত্যু হয় মজিবুর রহমানের (৬০)।

এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে একটি বিবাদ চলছিল ওই এলাকার বাসিন্দা মুজিবুর রহমানের পরিবার এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা হুসনেরা খাতুনের স্বামী ফরাজুলের মধ্যে। মজিবুর রহমানও একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন। বুধবার সেই জমি দখলকে কেন্দ্র করে ফের সংঘর্ষ হয় তাতে মজিবুর রহমান গুরুতর আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এটা কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয়। আমরা দলগতভাবে এই ধরনের ঘটনা সমর্থন করি না। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইসলামপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, সুজালী এলাকায় একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই একটা বিবাদ চলছিল। এদিন ওই জমির দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে এক ব্যক্তি মারা যায়। ৪ জন আহত হয়েছে। পুলিশ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে।এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রক্তদান শিবিরে হলের অনুমতি, হাইকোর্টে ধাক্কা বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক স্কুল সংসদের

ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উস্থির রক্তদান শিবিরে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের হল ব্যবহার নিয়ে এবার হাইকোর্টে ধাক্কা খেল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। অনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে ওই কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় উস্থি নামের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। হাইকোর্টে অমৃতা সিনহার বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শর্তসাপেক্ষে ওই হলঘর ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে। হাইকোর্টের এই রায়ে উস্থি খুশি হলেও, সন্তুষ্ট নয় বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আগামী দিনে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংসদ।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সংশোধনের দাবিতে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় অনশন আন্দোলন করে উস্থি নামের প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি সংগঠন। সেই আন্দোলনের জেরে ২০১৯ সালের ২৬ জুলাই আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেয় রাজ্য সরকার। সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে ফি বছর জুলাই মাসে বিভিন্ন কর্মসূচি করে আসছে উস্থি নামের ওই শিক্ষক সংগঠন।

চলতি বছর ২৮ জুলাই রক্তদান শিবির করার জন্য উস্থির তরফে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের হলরুম ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হয় সংসদের সভাপতির কাছে। অভিযোগ, প্রাথমিক ভাবে মৌখিক অনুমতি দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে অনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে হলঘর ব্যবহারের অনুমতি বাতিল করে সংসদ। সংসদের এই অনুমতি বাতিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় উস্থি। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা শর্তসাপেক্ষে ওই হলরুম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের এই রায়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি উস্থি নেতৃত্ব। যদিও হাইকোর্টের এই রায়ে আদৌ অসন্তুষ্ট বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে আগামী দিনে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হবে।

দু'দিন পর নিখোঁজ কিশোরের দেহ উদ্ধার পরিত্যক্ত খাদানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: চলতি মাসেই অণ্ডালের দামোদরে ভিডিও রিল বানাতে গিয়ে তলিয়ে যান তিন যুবতী, ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয় একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গত সোমবারও ফের দামোদর নদে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যান দুই যুবক তবে, এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও স্থানীয় ব্যক্তির তৎপরতায় তাঁদের প্রাণ রক্ষা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চলতি মাসের ২২ তারিখ অণ্ডালের মদনপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশবন চণ্ডীতলা এলাকার বাসিন্দা ১৫ বছরের রীতেশ মণ্ডল বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল যাওয়ার নাম করে বের হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় রিতেশের বাড়ির লোকজন তার খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু রীতেশকে পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার অণ্ডাল থানায় রীতেশের নামে নিখোঁজ ডায়েরি করে তার পরিবারের লোকজন। ২৪ তারিখ বেলা বারোটা নাগাদ অণ্ডালের বাবুইসল কলোনির বিপরীতে পরিত্যক্ত খাদানে একজনের দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। যেহেতু এই খাদানটি পরে রানিগঞ্জ থানার অধীনে তাই খবর দেওয়া হয় রানিগঞ্জ থানার পুলিশকে।

পুলিশ ওই স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় দেহটি পরিত্যক্ত খাদান থেকে তুলে আনার ব্যবস্থা করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য খবর দেওয়া হয় অণ্ডাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা রীতেশের বাবাকে। তিনি দেহটি নিখোঁজ রীতেশ মণ্ডলের বলে সনাক্ত করেন। রীতেশের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার, শোকের ছায়া এলাকায়।

মৃত কিশোর রীতেশের বাবা শ্রীকান্ত মণ্ডল সরাসরি বিদেশের দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ওর দুই বন্ধু এই ব্যাপারে সব জানত। তারা কেন গোপন করেছিল এই বিষয়টা? শ্রীকান্তবাবুর দাবি, রীতেশ কোনও দিন পুকুরেও স্নান করতে যেত না, তা হলে সে কী ভাবে নদে স্নান করতে গেল? এতেই রীতেশের দুই বন্ধুর প্রতি সন্দেহ তাদের। অভিযুক্ত দুই বন্ধুর মধ্যে মনু মালাকার নামে এক কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

অভিযুক্ত মনু মালাকার জানায়, ২২ তারিখ তারা একসঙ্গেই এখানে স্নান করার জন্য এসেছিল এবং তারপর একসঙ্গে স্কুলেও গিয়েছিল। এরপর সেখান থেকে সে রানিগঞ্জের উদ্দেশ্যে চলে যায়, রীতেশকে যাওয়ার জন্য বললে সে না বলে। রীতেশের ফোনের চার্জ ছিল না বলে তাদের বাড়িতেই ফোন চার্জ দেওয়া ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত রীতেশ ফোন নিতে না আসায় তারাই রীতেশের ফোন তার মাকে দিতে তাদের বাড়িতে যায় বলে দাবি করে মনু।

৫৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে ছিল না কোনও মনোমালিন্য

স্বামীর মৃত্যুর ৩ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভরতপুর: বেঁচে থাকতে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেননি। দু'জনের মতেরও কোনদিন অমিল হয়নি কোনওদিন। পরপারেও দুজনকে আলাদা করতে পারেনি নিয়তি। স্বামীর মৃত্যুর তিন মিনিটিরে মধ্যে মৃত স্বামীর বুকে মাথা দিয়ে একসঙ্গে পরপারে গেলেন স্ত্রীও। মৃত স্ত্রীর নাম নিয়তি মণ্ডল (৬৮)। ভরতপুর থানার ভোলতা গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার রাতে মণ্ডল দম্পতির মৃত্যুতে অবাক হওয়ার পাশাপাশি শোকস্তব্ধ পরিবার ও প্রতিবেশী। স্বামীর মৃত্যু শোক সহ্য করতে না পেরেই নিয়তি দেবীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের। ঘটনার পর যুগলের মৃত্যুর খবর গল্পের মতো মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে।

শঙ্কর মণ্ডল ও নিয়নি মণ্ডলের দাম্পত্য জুটি ৫৫ বছরের। সোমবার নিয়তিদেবীর মৃত্যুর ঠিক তিন মিনিট আগে ৮৫ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় শঙ্কর মণ্ডলের। মণ্ডল দম্পতির এক ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে। সবার বিয়ে হয়েছে। নাতি নাতনি নিয়ে ভরা সংসার তাঁদের। গ্রামের সব থেকে প্রবীণ হিসাবে দু'জনকে সকলেই দাদু দিদা বলেই সম্বোধন করতেন। মণ্ডল পরিবারের সঙ্গে গ্রামের সকলেরই সুসম্পর্ক ও সদভাব রয়েছে।

পেশায় চাষি বৃদ্ধ শঙ্করবাবু দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। শ্বাসকষ্টজনিত রোগ ছিল তাঁর। কয়েকদিন আগে তাঁকে ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনাও হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। প্রায় ছ' দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরেই পরিবারের সকলে কান্নার ভেঙে পড়েন। মৃত স্বামীর বুকের উপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিয়তিদেবী। আর তাঁকে তোলা যায়নি। স্বামীর বুকে মাথা দিয়ে তিনিও পরপারে যাত্রা করেন।

অমর প্রেমের এই গজটনার সাক্ষী মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা তাঁকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই তাঁর নিথর দেহ স্বামীর মৃতদেহের পাশে পড়ে যায়। গ্রামের চিকিৎসক নাড়ি দেখে বললেন স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীরও মৃত্যু হয়েছে। স্বামীর মৃত্যু শোক সামলাতে না পেরে স্ত্রীর মৃত্যু বলে চিকিৎসকের দাবি। এরপরই আলোর গতিতে বাতাসে ভর করে এই খবর চাউর হয়ে যায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা তথা প্রতিবেশী বিপাশা ঘোষ বলেন, এই গ্রামে আমার কুড়ি বছর আগে বিয়ে হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনওদিন দাদু, দিদার মধ্যে কথা কাটাকাটি বা মনোমালিন্য শুনিনি। অপূর্ব মণ্ডল বলেন, মন্দির থেকে আত্মীয়ের বাড়ি যেখানেই যেতেন জুটি বেঁধেই যেতেই। ছেলে মেয়েরাও মা বাবাকে কোনওদিন আলাদা করেননি। আজ শেষ যাত্রাতেও দুওজনে একসঙ্গে গেলেন। বড় মেয়ে পুতুল মণ্ডল বলেন, জামাইষষ্ঠীতে বাপের বাড়ি এসেছিলাম। যাওয়ার সময় বাবার হাতে ৫০ টাকা গুঁজে দিতে চাইলেও উনি নেননি। পরে মায়ের হাতে দিতে গেলে মা বলেন তোমার বাবা নিতে চাইল না, আমি কীভাবে নেব। দু'জনের এতটাই মনের মিল ছিল।

মঙ্গলবার সকালে গ্রামের মানুষ দু'জনের দেহ পাশাপাশি রেখে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দু'টি দেহ বহরমপুর থানার সাঁটুই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে এই চিতায় দাহ করা হয়। মৃতের ছেলে অনন্ত মণ্ডল বলেন, জন্মের পর থেকে বাবা ও মাকে কোনওদিন আলাদা থাকতে দেখিনি। সব কিছুতেই দুইজনের মতামত একই ছিল। যে কোনও খ াবার দু'জনে ভাগ করে খেতেন। মৃত্যুও তাঁদের আলাদা করতে পারল না।

৪ দিন পর পেট্রাপোল বন্দরে স্বাভাবিক হল আমদানি-রপ্তানি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পেট্রাপোল: চারদিন পর শুরু হল পেট্রাপোল বন্দরে আমদানি রপ্তানি পরিষেবা, খুশি ব্যবসায়ী সহ গাড়ি চালকরা। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের জেরে শানিবার থেকে পেট্রাপোল বন্দরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমদানি এবং রপ্তানি। যার ফলে সীমান্তে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল পণ্যবাহী গাড়ি। দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পেট্রাপোল বন্দরের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা। বেশ কয়েকবার দফায় দফায় বৈঠকের পর অবশেষে চারদিন পর পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে শুরু হল আমদানি রপ্তানি। আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় পেট্রাপোল বন্দরে ৮০০'র উপরে পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল থেকে সেই গাড়িগুলি একে একে বাংলাদেশের পাঠানো হয়েছে। শুরু হয়েছে আমদানি। পেট্রাপোল বন্দরে আমদানি রপ্তানি শুরু হওয়ায় খুশি গাড়ি চালক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, অবশেষে আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে তবে বাংলাদেশের বেনাপোলের ইন্টারনেটে সমস্যা থাকার কারণে ধীর গতিতে চলছে ব্যবসা। পেট্রাপোল বন্দর এক্সপোর্ট ইন্সপেক্টর অভিষেক পাল জানান, আমদানি রপ্তানি পরিষেবা চালু হয়েছে তবে বাংলাদেশের এখনও নেট সমস্যা থাকার কারণে কিছুটা ধীর গতিতে চলছে খুব শীঘ্রই স্বাভাবিক হবে পরিষেবা।

কারখানার ছড়ানো দুর্গন্ধের জেরে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী প্রশাসনের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন কাঁকসার বাসিন্দারা। পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি স্প্রিড তৈরির কারখানা থেকে সেই দুর্গন্ধ বের হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। দ্রুত যাতে দুর্গন্ধ বন্ধ করা যায় এই বিষয়ে বুধবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হন কাঁকসার ডাকবাংলো, মনোজপল্লি সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা।

বুধবার এই বিষয়ে কাঁকসার বিডিওর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ডেপুটেশন জমা দেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এলাকায়। যার কারণে শিশু থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাই প্রশাসন যাতে এই বিষয়ে নজর দিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ানোর জায়গা চিহ্নিত করে সেই দুর্গন্ধ ছড়ানো যাতে বন্ধ করে, সেই বিষয়ে তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

আগামী দিনে তাঁরা পানাগড় শিল্পতালুকের ওই কারখানার গেটের সামনে গিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলবেন। যদি তাঁরা কোনও সহযোগিতা না করে আগামী দিনে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে কাঁকসার বিডিও বিষয়টি তদন্ত করে যাতে সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যখনই অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্গন্ধ ছড়ায়, তখ নই প্রসাশন তদন্তে নামার আগেই দুর্গন্ধ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁদের অভিযোগ সর্ষের মধ্যেই ভূত আছে। যার জন্য রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর তদন্তে এসেও কিছু পায় না।

এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই বিষয়ে ব্লকের পক্ষ থেকে কোনও রকম পদক্ষেপ তাঁরা নিতে পারেন না। এই বিষয়ে তাঁরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরকে জানিয়েছেন। তারা এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

হিমঘরে হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাজারে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে তৎপর প্রশাসন। বুধবার জেলাশাসকের নির্দেশে রায়না থানার পুলিশ আধিকারিকদের সহায়তায় রায়না এক ব্লকের বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত হিমঘরগুলিতে গিয়ে সেখ ানকার মালিক পক্ষদের সঙ্গে কথা বলেন ও দশ জন চাষি ও ১০ জন ব্যবসায়ীর নাম, ফোন নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করেন। তাঁদের থেকে আলু কিনে সুফল বাংলা স্টলের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা সুলভ্য মূল্যে বিক্রয় করা হবে শ্যামসুন্দর সেহারা এবং নাড়ু গ্রাম অঞ্চলে। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের হাটে বাজারে বিক্রি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বাজারদর থেকে কম দামে আলু কিনতে পেরে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধবার সকাল থেকেই হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে জ্যোতি আলু। আলু হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানোর পরেই মাঠে নামে প্রশাসন। বুধবার থেকে জামালপুর ব্লকের বাইশটি হিমঘরে গিয়ে আলু কত মজুত আছে সে বিষয় নিয়ে স্টক তৈরি করার পর আলু যাতে বের করা হয় তার জন্য হিমঘর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে হিমঘর কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

হিমঘর কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে জানানো হয়, জামালপুর ব্লকের বিডিও পার্থসারথি দে সহ জামালপুর থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে জামালপুর ব্লকের হিমঘরগুলিতে পরিদর্শনে আসেন, হিমঘরগুলি থেকে যাতে প্রতিনিয়ত আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ টাকা কিলো হিসেবে বস্তা আলু সরকারকে বিক্রি করে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে হিমঘর কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে জানানো হয়।

মফস্বলের ছেলেদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ, ইস্টবেঙ্গলে ঠাঁই পাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দুর্গাপুর ইস্টবেঙ্গল ফ্যানস ক্লাব এবং উখড়ার পূজারী ময়দান ফুটবল কোচিং ক্যাম্পের সহায়তায় দু'দিনব্যাপী ভবিষ্যতের ফুটবলার নির্বাচনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একেবারে মফস্বল ও জেলা থেকে ফুটবলের ট্যালেন্ট খুঁজতে হাজির হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল দলের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অনূর্ধ্ব ১৭ ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ হীরক সাহা। এছাড়াও ছিলেন ইস্টবেঙ্গল দলের এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার বীরেন্দ্র কুমার সাহা। উখ ড়া পূজারি ফুটবল ময়দানে হচ্ছে এই ক্যাম্প। উখরা এবং আশপাশের জায়গা ছাড়াও এই ক্যাম্পে ভিন জেলা থেকেও প্রচুর কম বয়সি ফুটবলার হাজির হয়েছে। দু'দিনের এই ক্যাম্পে প্রায় ৪০০ জন ফুটবলার তাদের প্রতিভা দেখ াতে হাজির হয়েছে।

উখড়া পূজারী ফুটবল ময়দানের কোচিং ক্যাম্পের কোচ তীর্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের কাছে সৌভাগ্যের ও গর্বের যে আজ উখড়া এলাকার পূজারী ময়দান থেকে ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় দলের বিশিষ্ট লোকেরা উপস্থিত হয়েছেন আগামী দিনের ফুটবলের ট্যালেন্ট খুঁজতে।' অনূর্ধ্ব ১৭-র ইস্টবেঙ্গল দলের কোচ হীরক সাহা বলেন, 'দু'দিন ধরে চলবে এই ফুটবলার বাছাই ক্যাম্প। তাতে যত বেশি সংখ্যক ফুটবলের ট্যালেন্ট পাওয়া যাবে ততজনকেই নিয়ে যাওয়া হবে কলকাতায়। সেখানে ইস্টবেঙ্গলের মাঠে তাদের হবে আবার পরীক্ষা। সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই ঠাঁই হবে ইস্টবেঙ্গলের মতো ফুটবল দলে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক্সিকিউটিভ সদস্য বীরেন্দ্র কুমার শাহ জানান, ইস্টবেঙ্গল দল সারা বছরই এইভাবে বিভিন্ন জেলা থেকে ফুটবলার বাছাই করে। তৈরি করা হয় ফুটবলের প্রতিভাকে। পাশাপাশি তিনি আশঙ্কা বোধ করে এটাও বলেন, 'বর্তমানে ফুটবলের ভবিষ্যৎ খুব একটা ভালো নয়। শুধু বাঙালি দিয়েই ফুটবলের ভারতবর্ষে ফুটবলের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়, শুধু পশ্চিমবাংলা নয় ভিন রাজ্য থেকেও আগামী দিনের ফুটবলের ট্যালেন্ট খুঁজে বের করে আনতে হবে।'

উঠল কর্মবিরতি, ২৬ টাকায় আলু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার বিকালে হরিপালে ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতদিন না রাজ্যে আলুর দাম কমছে, ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নাকে দায়িত্ব দেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি মেটানোর। পাশাপাশি কড়া বার্তা দেন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশেও। প্রয়োজনে সৎ ব্যবসায়ীদের সংগঠন তৈরি করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, এরপরই কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কথাবার্তা হয়। মঙ্গলবারই বাঁকুড়ার জয়পুরে ব্যবসায়ীদের সংগঠন নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে। বুধবার হরিপালে ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকের পর মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন, 'বৈঠক শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে দু'পক্ষই অর্থাৎ সারা রাজ্য আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘর মালিকপক্ষ তাঁরা তাদের ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন। ২৬ টাকা কিলো দরে আলু ঠিক রাখা হয়েছে। বুধবার রাত থেকেই আলু পাঠানো শুরু হবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আলু যথারীতি সব জায়গায় পৌঁছে যাবে। আর কোনও সমস্যা হবে না আশা করি।'

বাজেটের বিরুদ্ধে এককাট্টা ‘ইন্ডিয়া’

সংসদের বাইরে বিক্ষোভে রাহুল-কল্যাণ-অখিলেশরা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ মঙ্গলবার বাজেট পেশ করার পর থেকেই সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন বিরোধীরা। যে ভাবে বাংলা-সহ একাধিক রাজ্যকে ‘বঞ্চনা’ করে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য ঢালাও বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে এই বাজেটকে ‘সরকার বাঁচানোর বাজেট’ বলে কটাক্ষ করছে বিরোধী দলগুলি। এ সবের মধ্যেই বুধবার সকালে সংসদের বাইরে এককাট্টা হয়ে বিক্ষোভ ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের নেতারা। কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে শুরু করে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র-সহ অন্যান্য সাংসদও সামিল হয়েছেন বিক্ষোভে। মঙ্গলবার পেশ করা বাজেটকে ‘কুর্সি বাঁচাও বাজেট’ বলে সুর চড়িয়েছেন কল্যাণ-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতারা। স্লোগান উঠতে থাকে ‘লজ্জার জনবিরোধী বাজেট’।

খাড়গে বলেন, ‘এটি একটি ধ্বংসাত্মক বাজেট। এটি অন্যায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে।’ তাঁর দাবি, বাজেটে একাধিক রাজ্যের সঙ্গে অবিচার হয়েছে। সেই রাজ্যগুলি যাতে নিজেদের প্রাপ্য পায়, সে কারণেই তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বাজেট পেশ হওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের বাসভবনে বৈঠকে বসেছিলেন বিরোধীদের মিলিত মঞ্চ ‘ইন্ডিয়া’র নেতারা। সেই বৈঠকেই স্থির হয়, বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ে।

পেশ হওয়া বাজেটের বিরোধিতায় আগামী ২৭ জুলাই নীতি আয়োগের বৈঠকও বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। নীতি আয়োগের বৈঠকে থাকবেন না কংগ্রেসের কোনও মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ডিএমকেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কটের। তবে সূত্রের দাবি, তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠকে যাবেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ‘বঞ্চনার’ প্রতিবাদের একটি মঞ্চ হিসাবে তৃণমূল নীতি আয়োগের বৈঠককে ব্যবহার করতে চাইছে বলে সূত্রের দাবি।

বিহার বিধানসভায় নারীবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কে নীতীশ

পাটনা, ২৪ জুলাই: নারীবিদ্বেষী মন্তব্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। বিরোধীদের বিক্ষোভের মাঝে পড়ে মেজাজ হারিয়ে আরজেডির মহিলা বিধায়কের উদ্দেশে ‘কুকথা’ শোনা গেল তাঁর মুখে। রীতিমতো চড়া মেজাজে মহিলা বিধায়ককে তোপ দেগে বললেন, ‘তুমি মহিলা। কিস্যু বোঝ না।’ তাঁর এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়।

বাদল অধিবেশন চলছে বিহার বিধানসভায়। বুধবার সেখানেই সংরক্ষণ ইস্যুতে এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিরোধীরা। দাবি করা হয়, গত বছর পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য যে সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা নবম অনুচ্ছেদে সামিল করা হোক। নীতীশ কুমার বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি। বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে।’ তবে তাঁর আশ্বাসে বিরোধী শিবির শান্ত হয়নি। বিরোধী শিবির থেকে তখন স্লোগান দিচ্ছিলেন আরজেডির মহিলা বিধায়ক রেখা দেবী। তাঁর উপর মেজাজ হারিয়ে নীতীশ বলেন, ‘আরে আপনি তো একজন মহিলা। কিস্যু বোঝ না। এরা কোথা থেকে হাজির হয়, জীবনে কিছু করেছে? ২০০৫ সালের পর আমরাই মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি।’ এখানেই থামেননি নীতীশ। আরও বলেন, ‘এখন আমি কথা বলছি। চুপচাপ আমার কথা শোন।’

একজন মহিলা বিধায়ককে উদ্দেশে নীতীশের এমন নারীবিদ্বেষী মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি তথা এনডিএ মুখে যতই নারী ক্ষমতায়ণের গালভরা ভাষণ দিক না কেন, আসলে ওদের অন্তর নারী বিদ্বেষে ভরা। উত্তেজনার মাঝে এদের সেই দানবীয় দিকটিই প্রকাশ্যে চলে আসে। জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর এমন বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাতে পারে বিহারের বিরোধী শিবির।

বেঙ্গালুরুতে পিজিতে ঢুকে তরুণীকে গলার নলি কেটে খুন

বেঙ্গালুরু, ২৪ জুলাই: বেঙ্গালুরুর কোরমঙ্গলায় একটি আবাসনে ঢুকে এক তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণীকে গলার নলি কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত তরুণীর নাম কৃতি কুমারী (২২)। তিনি বিহারের বাসিন্দা। কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুর কোরমঙ্গলা অঞ্চলে ভিআর আউটলেটের একটি আবাসনে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকতেন। একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন কৃতি। পরিবার থেকে দূরে বেঙ্গালুরুতে একাই থাকতেন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ১১টা ১০ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে ছুরি নিয়ে ওই আবাসনে ঢুকে পড়ে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি। তিন তলার একটি ঘরের কাছে কৃতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। এর পর ধারালো ছুরি দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করা হয় কৃতিকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কোরমঙ্গলা পুলিশ। দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের ডিসিপি সারা ফাতিমা জানিয়েছেন, খুনিকে ধরতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আবাসনের বাসিন্দাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ, মৃতের পরিচিত কেউই এই খুনে জড়িত। খুনের পিছনে সম্ভাব্য কারণগুলি খতিয়ে দেখতে তদন্ত জারি রয়েছে।

উপত্যকায় ভোটে লড়তে চায় নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইসলামি

শ্রীনগর, ২৪ জুলাই: এক সময় নিয়ম করে জম্মু ও কাশ্মীরে ভোট বয়কটের ডাক দিত তারা। জম্মু ও কাশ্মীরের সেই নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ইসলামি এ বার শামিল হতে চায় মূল ধারার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। জম্মু ও কাশ্মীরের কট্টরপন্থী সংগঠনটির প্রধান ফয়াজ হামিদ চলতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন বলে বুধবার প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি।

জামাতের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মঞ্চ ‘শুরা’তেই ইতিমধ্যেই এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ওই প্রস্তাবে বল হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলেই তারা জম্মু ও কাশ্মীরের আসন্ন বিধানসভা ভোটে অংশ নেবে। প্রসঙ্গত, দু’মাস আগেই জামাতের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা গুলাম কাদির ওয়ানি পুলওয়ামায় সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে লোকসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন।

‘ভারতবিরোধী কার্যকলাপে’ জড়িত থাকার অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জমানাতেই নিষিদ্ধ হয়েছিল জামাত। ২০১৯ সালে কাশ্মীরের বিশেষ তকমা প্রত্যাহার ও অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদের সময়ে সংগঠনটিকে ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ জানিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়া থেকে শুরু করে হিংসা ছড়ানো, জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে জামাতের বিরুদ্ধে। রয়েছে পাক যোগাযোগের অভিযোগও। বস্তুত, আশির দশকে পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা আবু আল মাওদুদি ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ‘রাজনৈতিক দল’ হিসেবে লড়তে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাই মোদি সরকারের অন্দরে দ্বিধা রয়েছে বলে প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি।

শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ৯ মৎস্যজীবী

চেন্নাই, ২৪ জুলাই: আন্তর্জাতিক জলসীমা ডিঙোনোর অভিযোগ এবং ভারতের মৎস্যজীবীদের গ্রেপ্তারের ঘটনা লেগেই রয়েছে। এবার শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হলেন ৯ জন মৎস্যজীবী। তামিলনাড়ু পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মৎস্যজীবীদের কাঙ্গেসান্তুরাই নৌঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ৯ জনের মুক্তির বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবি করেছে রামেশ্বরমের মৎস্যজীবীদের সংগঠন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৎস্যজীবীদের ৪৩০ জনের একটি দল রামেশ্বরম থেকে ট্রলার নিয়ে বেরিয়েছিল। মঙ্গলবার তারা নিদুনথিবুর কাছে মাছ ধরছিল। তখনই তাঁদের গ্রেপ্তার করে শ্রীলঙ্কার নৌসেনা। দ্বীপরাষ্ট্রের প্রহরীদের দাবি, আন্তর্জাতিক জলসীমা ডিঙিয়েছিল ধৃত মৎস্যজীবীরা। এর পর ৯ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাঙ্গেসান্তুরাই নৌঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যদিও ভারতের মৎস্যজীবীরা দাবি করেছেন, তাঁরা আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করেননি। অন্যায়ভাবে তাঁদের ট্রলারকে ধাওয়া করে শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনীর জাহাজ। এমনকী একটি ট্রলারে ধাক্কা মারা হয়েছিল। মৎস্যজীবীদের মুক্তির জন্য কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে রামেশ্বরমের মৎস্যজীবী সংগঠন। তারা তথ্য দিয়েছেন, গত কয়েক সপ্তাহে ৮৩ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীলঙ্কা। ২৫টি নৌকো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

নতুন পোলে ট্রাম্পকে পিছনে ফেললেন কমলা!

ওয়াশিংটন, ২৪ জুলাই: কিছুদিন আগেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছিলেন ‘অসংলগ্ন’ বাইডেনকে অনায়াসে হারিয়ে নতুন করে মার্কিন মসনদে ফিরবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পই। কিন্তু গত রবিবার বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বদলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। আর তার পরই চমক। এক নতুন পোলে দেখা গেল ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন কমলা!

নয়া ওই পোলে দেখা যাচ্ছে যেখানে ট্রাম্প পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট, সেখানে কমলার ঝুলিতে ভোট ৪৪ শতাংশ। গত সপ্তাহের পোলেও অবশ্য ট্রাম্পকে টক্কর দিয়েছিলেন কমলা। সেবার স্কোর ‘টাই’ হয়। দুজনেই পেয়েছিলেন ৪৪ শতাংশ ভোট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি খেলা ঘুরছে আমেরিকায়? যদিও এখনও কমলা নমিনেশন পাননি, তবু ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে তাঁর সম্ভাবনাই যে সবচেয়ে প্রবল তাতে নিশ্চিত সকলেই। সেক্ষেত্রে লড়াই ‘কাঁটায় কাঁটায়’ হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোমবার ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে হ্যারিসের নাম ঘোষণা করেন প্রাক্তন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। এর আগে হ্যারিসের নাম ঘোষণা করেছিলেন বিল ক্লিন্টন, হিলারি ক্লিন্টন-সহ একাধিক প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট। কিন্তু ডেমোক্র্যাট নিয়ম অনুযায়ী, রানিং মেট হলেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে সবুজ সংকেত পাবেন না কমলা। নতুন করে মনোনয়ন জমা দিতে হবে প্রেসিডেন্ট হতে আগ্রহী ডেমোক্র্যাটদের। সেই নামগুলো নিয়ে আলোচনা হবে ডেমক্র্যাট ন্যাশনাল কনভেনশনে। আগামী মাসে শিকাগোতে এই কনভেনশন হবে বলে জানা গিয়েছে। দলের নানা স্তরের ৩,৯০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এই কনভেনশনে। পছন্দের প্রার্থীদের বেছে নেবেন ৩২০০ জন প্রতিনিধি। তাঁরা যদি বেছে নিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ভোট দেবেন বাকি ৭০০ জন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভুত কমলাকে কি মার্কিন রাজনীতিবিদরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বেছে নেবেন, সেটাই এখন দেখার।

কাঁওয়ার যাত্রায় ঘুমন্ত পুণ্যার্থীকে পিষল বাইক

লখনউ, ২৪ জুলাই: মঙ্গলবার রাতে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে বাইক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন কাঁওয়ার যাত্রার এক পুণ্যার্থী। গুরুতর জখম আরও এক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার ধারে এক দল তীর্থযাত্রী ঘুমোচ্ছিলেন। এই সময় একটি দ্রুতগতির বাইক তাঁদের উপর দিয়ে চলে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

পুলিশ অফিসার রামাশিস যাদব সংবাদ সংস্থাকে বলেন, ‘জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে তিন জন কাঁওয়ার তীর্থযাত্রী ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে পড়েছিলেন, পাশেই বসে ছিলেন আর এক জন ভক্ত। সেই সময় বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি বাইক তাঁদের ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।’ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন এক ভক্ত। বাকিদের মধ্যে গুরুতর জখম হয়েছেন এক জন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে গত ২২ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে কাঁওয়ার যাত্রা। প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসের শুরুতে এই যাত্রায় শৈবতীর্থগুলির উদ্দেশে পাড়ি দেন পুণ্যার্থীরা। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই নানা ব্যবস্থা নিয়েছিল জেলা প্রশাসন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সড়কপথে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা অধরাই। প্রসঙ্গত, গত ২০ জুলাই হরিদ্বার যাওয়ার পথে এই মুজফ্‌ফরনগরেই পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ১০ জন। মুজফ্‌ফরনগর জেলার সাথেরি গ্রামে পুণ্যার্থী-বোঝাই একটি গাড়ির টায়ার ফেটে এই বিপত্তি। এর পরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। গুরুতর জখম হয়েছেন গাড়িতে থাকা ১০ জন পুণ্যার্থী।

আমেরিকায় পৌঁছলেন নেতানিয়াহু, দেখা করবেন ট্রাম্পের সঙ্গে

গাজা, ২৪ জুলাই: গাজায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে। জারি রয়েছে মৃত্যুমিছিল। এই আবহে আমেরিকায় গিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বুধবার তিনি ভাষণ রাখলেন মার্কিন কংগ্রেসে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি তিনি সাক্ষাৎ করবেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও। আমেরিকার মাটি থেকে এই লড়াই থামানোর কোনও বার্তা দেন কি না নেতানিয়াহু সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

যত দিন যাচ্ছে গাজায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের দাবি আরও জোরাল হচ্ছে। চাপ বাড়ছে ইজরায়েলের উপর। কিন্তু তাতেও দমছেন না সেদেশের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। গাজায় মৃত্যুমিছিল নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ‘বন্ধু’ আমেরিকাও। কয়েকদিন আগেই তেল আভিভকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু তাতে খুব একটা আমল দেয়নি ইহুদি দেশটি। এই পরিস্থিতিতেই সোমবার ওয়াশিংটনে পা রাখেন নেতানিয়াহু। বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ রাখার কথা রয়েছে তাঁর। সূত্রে খবর, এদিন

গাজা যুদ্ধ নিয়ে কথা বলবেন নেতানিয়াহু। রক্তক্ষয়ী এই সংঘাতে মার্কিন প্রশাসনের থেকে আরও জোরাল সমর্থনের অনুরোধ জানাবেন তিনি। নেতানিয়াহুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার মাইক জনসন। তবে গাজায় মৃত্যুমিছিলের প্রতিবাদে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বয়কট করেছেন বেশ কয়েকজন ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতা।

জানা গিয়েছে, মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার পর নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দেখা করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনে ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে। গাজায় চলমান যুদ্ধ নিয়ে কথা হতে পারে তাঁদের মধ্যে। এর পর শুক্রবার ফ্লোরিডায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নেতানিয়াহু। তাঁদের বৈঠকেও উঠে আসবে গাজা যুদ্ধের প্রসঙ্গ। প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু ও গাজায় সংঘাত থামানো নিয়ে সরব হলেও ইজরায়েলের পাশে রয়েছে বাইডেন প্রশাসন। আগামিদিনে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরলে তিনি কতটা নেতানিয়াহুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবেন সেদিকেই নজর কূটনৈতিক মহলের। কারণে চলতি বছরের নভেম্বরে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আর প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আমেরিকার বহু মানুষ। তাই ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে ট্রাম্প কোন পক্ষ নেবেন সেটাই এখন দেখার। এই প্রেক্ষিতে নেতানিয়াহুর এই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত বিশ্লেষকদের।

e-Tender Notice

e-TENDER are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. e-NIT No: 18e (2)/15th CFC/TIED/NADIA/BGGP/2024-25,Memo No: 248/BGGP Dated: 23/07/2024. Last date of Bid submission: 30/07/2024 up to 6 P.M. Technical Bid open: 02/08/2024 after 11 A.M. For more details please visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 34/ E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 23.07.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_720047_1 to 5** for 5 Nos. Submersible. Last date of bids ends on **01.08.2024 up to 11:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Tender Notice

Following a etender is hereby invited on behalf of Prodhan, Anishmali GP, Post- Eruli, Dt. Nadial vide **NIT No-01 to 10 /15th CFC/ ANISH/ 2024-25 date- 25.06.2024.** Last date of submission Tender documents on **07.08.2024**. For details information are available in **www.etender.wb.nic.in**

Sd/- Prodhan
Anishmali Gram Panchayat
Vill-Baliadanga, P.O.- Eruli, Dist.: Nadia

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- DAKSHINGRAM SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK

Tender are invalid through offline Bid System under following.
1) NIT NO:- 04/Ban GP/2024-2025/15th cfc, DATE:-23.07.24.
The last date for submission of all tender is **31/07/2024 up to 4:00pm**
For details please visit office notice board.

Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/13/24-25 Dated 24.07.2024	Construction of Surface Drain at R.G Pally & Cross-Drain at Natunpally in Ward No- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,155.00

Bid Submission end date: 02.08.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫১৮০০৮৩ তারিখ ০২.০৭.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের রেলওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্য ৫ এমটি ক্ষমতার লরি ভাড়া করার উদ্দেশ্যে ওপেন টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে জিইএম দ্বারা **জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৪/বি/৫১৮০০৮৩ তারিখ** ২০.০৭.২০২৪, ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৯,৭৮,৩১৬.৫৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৯,৫৭০ টাকা। **টেন্ডার নথি ঃ** শূন্য, **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। টেন্ডার নথি ও সম্পূর্ণ বিশদ **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-111/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 03/Raipur GP/ 2024-25, 04/Raipur GP/ 2024-25 & 05/Raipur GP/ 2024-25** With Vide Memo **No. 180/RGP /2024-25, 181/ RGP/2024-25 & 182/ RGP/2024-25 Dated: - 23-07-2024,** The Last date for online submission of tender is **31/07/2024 Upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- htpp://wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ পাখার মেরামতি/রিওয়াইন্ডিং, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও কার্যক্ষমতা যাচাই। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৬,৮৩,৫১৫ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণঃ https://www.ireps.gov.in**।

টেন্ডার নং.ঃ ইএলএম_১২৬_এসিএফআরডব্লু_ডিটি-২০-৭-২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

G-PLOT GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Pathrprtima Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT

On behalf of G-Plot Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for 4nos concrete road and 7nos tubewell vide NIT No.203,202,201,dated 24/07/2024 within the GP area. The EstimatedCostexcluding **GST & L.Cessare Rs. 293635/-111587/-293635/-273526/-201146/-201146/-201146/-201146/-201146/-201146/-201146/-,** respectively. The period of bid submission is 10 AM of 24th JULY to 2PM of 1st August 2024. Tender opening 05/08/2024

S/D Pradhan,
G-Plot Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-05 of 2024-25 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Repair and maintenance of Submersible Pump motor sets with its accessories of 21 nos. Pump Houses for twelve (12) months and Supply, Delivery and Installation of Automatic Chlorinator at different locations situated at different position and Supplying and Delivery of Chlorine tablet and granules in different places within Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: 25.07.2024 at 9.00 am. Closing Date: 05.08.2024 upto 5.00 pm. For more information, visit : www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT NIQ NOTICE

e-NIQ are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. 1) NIQ No: PHC/NM/NIQ-02e/2024-25, ID:2024_MAD_720673_1, 2) NIQ No.: PHC/NM/NIQ-03e/2024-25 ID:2024_MAD_720622_1. Last Date of receiving NIQ 08-Aug-2024 05.00 PM. N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given http://nabadwipmunicipality.in

Sd/-
Chairman
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING QUOTATION

N.I.E. Q. No. 38/PW/ Eng/24 dt. 24.07.24 Visit to website www.wbtenders.gov.in For details please contact to Tender Cell, AMC

SE,
Asansol Municipal Corporation

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-04 of 2024-25 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for CONSTRUCTION OF PROPOSED B+G+1 BUILDING OVER THE FOUNDATION OF B+G+3 BUILDING FOR SETTING UP OF STATE RESOURCE CENTER (SRC) FOR SOLID WASTE MANAGEMENT THROUGH SHG MODE AT OLD MUNICIPAL BUILDING, BASIRHAT MUNICIPALITY, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. e-Tender Start Date: 25.07.2024 at 9.00 am. Closing Date: 17.08.2024 upto 5.00 pm. For more information, visit : www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under following tender **(NIeT) No: NGP-03/2024-2025, Dated: 24-07-2024.** The last date for online submission of tender is **31-07-2024 upto 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat
Samabaypally, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 6 (Six) nos. different development work(s) vide **(i) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT14/XV-Tied Drinking Water/24-25, (ii) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT15/XV-Untied/24-25,** dated **12/07/2024. (iii) NIT No. WB/HOW/ BJ/DAIGP/NIT16/XV-Untied/24-25, dated 19/07/2024. (iv) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT17/XV-Tied Sanitation/24-25, (v) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT18/XV-Tied Sanitation/24-25, (vi) NIT No. WB/HOW/BJ/DAIGP/NIT19/XV-Tied Sanitation/24-25. Tender ID: 2024_ZPHD_712515_1, 2024_ZPHD_712521_1, 2024_ZPHD_718382_1, 2024_ZPHD_719285_1, 2024_ZPHD_719292_1 and 2024_ZPHD_719295_1.** Bid submission end date: **29.07.24 upto 11.00 A.M.** Technical Bid opening date: **31.07.2024 at 11.00 A.M.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/- Sonali Samaddar
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-I Gram Panchayat

ময়দান

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 46, KOLKATA, THURSDAY
25 JULY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৫ জুলাই ২০২৪

লারা ‘সুস্পষ্ট মিথ্যা’ বলেছেন, ক্ষমা চাইতে বললেন ভিভ রিচার্ডস ও হুপার

নজস্ব প্রতিনিধি: তিনজনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অধিনায়ক। ব্রায়ান লারা আর ভিভ রিচার্ডস তো ক্রিকেটেরই কিংবদন্তি। এবার লারার লেখা বইয়ের কড়া সমালোচনা করেছেন ভিভ, সঙ্গে কার্ল হুপারও। রোববার ভিভ ও হুপার এক যৌথ বিবৃতিতে দাবি করেছেন, লারা তাঁর বই ‘লারা দ্য ইংল্যান্ড ক্রনিকলস’,এ অসত্য উপস্থাপন করেছেন।

বইয়ে লারা ‘দাবি’ করেছেন, ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস হুপারকে ‘সপ্তাহে একবার করে কাঁদাতেন’। কিন্তু ভিভ ও হুপার বক্তব্যটিকে ‘সুস্পষ্ট মিথ্যা’ অভিহিত করে এর জন্য লারাকে ‘ক্ষমা চাইতে’ বলেছেন।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘স্যার ভিভ রিচার্ডস ও কার্ল হুপার খুব মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন। কারণ, ব্রায়ান লারার সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ে তাঁদের ব্যাপারে সর্বৈব অসত্য উপস্থাপনা করা হয়েছে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা শুধু তাঁদের সম্পর্ককেই বিকৃত করে না, এর পাশাপাশি ক্ষতিকর ও অন্যায়ভাবে তাঁদের চরিত্রকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে।’

টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংসের রেকর্ডধারী (৪০০*) লারা তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ড্রেসিংরুমে ভিভের কথা খেলোয়াড়দের ‘আতঙ্কিত’ করত। তবে লারা এটাও বলেছেন, ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভ একদম হৃদয় থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের উন্নতি চাইতেন। বইয়ে লারা লিখেছেন, ‘ভিভ প্রতি তিন সপ্তাহে আমাকে একবার করে কাঁদাতেন, কিন্তু কার্লকে কাঁদাতেন সপ্তাহে একবার করে। ভিভের গলার সুর আতঙ্কিত করত এবং (মানসিকভাবে) শক্তিশালী না হলে তাতে প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ নিজের গায়ের ওপরও টেনে নিত। আমি কখনো এতে প্রভাবিত হইনি। বরং একদিক বিচারে আমি এটা ভালোভাবে গ্রহণ করেছি। কারণ, তিনি আমার এতটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে জানতাম এর অপব্যবহারও হবে। আর ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও আমি শক্তিশালী ছিলাম। আর কার্ল? আমি সত্যটা জানি আর সেটা হলো কার্ল লাজুকতা থেকেই ভিভ রিচার্ডসকে এড়িয়ে চলত।’

কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১০২ টেস্ট ও ২২৭ ওয়ানডে খেলা হুপার বলেছেন, ভিভ তাঁকে কখনো ‘যন্ত্রণা’ দেননি এবং সব সময় তাঁর খেয়াল রাখতেন। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ‘স্যার ভিভিয়ান হুপারের প্রতি আক্রমণাত্মক ছিলেন এবং তাঁকে সপ্তাহে একবার করে কাঁদাতেন বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট মিথ্যা। এমন বর্ণনায় স্যার ভিভিয়ানকে মানসিক নির্যাতনের হোতা বলে মনে হয়;যে দাবিটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, দুই পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর।’

যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘হুপারের প্রথম অধিনায়ক ছিলেন স্যার ভিভিয়ান। তিনি হুপারকে কখনো মানসিক যন্ত্রণা দেননি। বরং সব সময় প্রেরণাদায়ক পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন এবং অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মানের ওপর তাঁদের ৪০ বছরের সম্পর্ক স্থাপিত। তাঁদের সম্পর্কের ব্যাপারে লারার বইয়ে অসত্য উপস্থাপনা সত্যের প্রতি গভীর অপকার এবং এতে দুই পক্ষ এবং তাঁদের পরিবার অনুচিত যন্ত্রণা ভোগ করেছে।’

সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া রিচার্ডস এবং নিজের প্রতিভার সুবিচার করতে না পারা হুপার মনে করেন, লারা ‘এমন প্রতারণা থেকে লাভের চেষ্টা করেছেন’। বৈশ্বিক ক্রিকেটে লারার যে অবস্থান, তার সঙ্গে ব্যাপারটি ‘ধারণাতীত’ বলেও মনে করেন তাঁরা। যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা চাই লারা খুব দ্রুত এসব মিথ্যা দাবি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং যে ক্ষতি হয়েছে, সে জন্য ক্ষমা চাইবেন।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে লারা ও রিচার্ডস সতীর্থ হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। সেটি ১৯৯১ সালে ইংল্যান্ড সফরে। লর্ডসে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে ২০ রানের জুটি গড়েছিলেন দুই কিংবদন্তি। লারা তাঁর বইয়ে ভিভের সঙ্গে বেশি ম্যাচ খেলতে না পারার জন্য আক্ষেপ করেছেন। নিজের আত্মজীবনীতে লারা লিখেছেন, ‘সব তরুণেরই স্বপ্ন, আমার মতো মাঠে দাঁড়িয়ে সর্বকালের সেরা হাঁটাটি দেখা।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে লারা ও হুপার দীর্ঘদিন সতীর্থ ছিলেন। ১৯৯০ সালে লারার প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিলেন হুপার। ২০০৩ বিশ্বকাপে কেনিয়ার বিপক্ষে হুপারের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিলেন লারা।

আত্মজীবনীতে হুপারের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন লারা। হুপারকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে উঠে আসা অন্যতম সেরা প্রতিভা বলেই মনে করেন তিনি, ‘কী দারুণ প্রতিভা! তাঁর আয়েশি ব্যাটিং দেখে আমরা তো বটেই, সিনিয়র খেলোয়াড়েরাও বিস্মিত হতেন। ব্যাপারটা এমন যে কার্ল ব্যাটিংয়ে নামলে তাঁরা উপভোগ করতেন;হেইন্স, রিচার্ডস, গ্রিনিজ থেকে সবাই শুধু তাঁর ব্যাটিং দেখতে যে যাঁর কাজ ফেলে রাখতেন।’

রেলকে ২-০ ব্যবধানে হারাল ইস্টবেঙ্গল, পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ইস্টবেঙ্গল। সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পিভি বিষ্ণুর মতো ফুটবলারদের ছাড়াই রেলওয়ে এফসিকে ২-০ ব্যবধানে হারাল বিনো জর্জের দল। এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল।

চোট সমস্যায় জর্জরিত লাল-হলুদ শিবির। চোটের জন্য অনুশীলন করতে পারছেন না সায়ন, বিষ্ণুরা। তবু আটকালো না আমন সিকেদের জয়। প্রথম দলের একাধিক ফুটবলার না থাকায় কিছুটা সতর্ক ভাবে শুরু করেছিল লাল-হলুদ শিবির। ঘরের মাঠে আগের ম্যাচে পুলিশ এসিকে ৬ গোল দেওয়া ইস্টবেঙ্গল বুধবারের ম্যাচে অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিল। তবে ম্যাচ যত এগিয়েছে, তত ঝাঁঝ বেড়েছে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময় ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রথম গোল করেন মহম্মদ মুশারফ। এই গোলে তাঁর কৃতিত্বের থেকে বেশি প্রকট হয়েছে রেলওয়ে এফসির গোলরক্ষকের ব্যর্থতা। মুশারফের সেন্টারের ফ্লাইট বুঝতে পারেননি তিনি। এক রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেয়ে যান। দ্বিতীয়ার্ধে লাল-হলুদের ব্যবধান বৃদ্ধি করেন আদিল। বাঁদিক থেকে ভেসে আসা সেন্টার প্রতিপক্ষের গোলের সামনে পান তিনি। গোল করতে ভুল করেননি তরুণ ফুটবলার।

বুধবারের জয়ের ফলে ৬ ম্যাচ খেলে ৫টিতে জিতল লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট হল ১৬। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ভবানীপুরেরও সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল।

প্যারিস অলিম্পিকে ১০০০ পুলিশ থাকবে ইসরায়েলের ম্যাচে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন বলেছেন, প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে ইসরায়েল ও মালির মধ্যকার ম্যাচে প্রায় ১ হাজার পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন করা হবে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১টায় শুরু হতে যাওয়া এই ম্যাচে প্রতিবাদের আশঙ্কা থেকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পার্ক দে প্রিন্সেসে ইসরায়েল, মালি ম্যাচ এবং লিঁওতে ইউক্রেন, ইরাক ম্যাচকে উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বাহিনী। ইউক্রেন,ইরাক ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। বিএফএম টেলিভিশন ও আরএমসি রেডিওকে দারমানিন বলেছেন, ‘সব প্রতিযোগিতারই নিরাপত্তা পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু এটা সত্যি যে এ দুটি ম্যাচ, বিশেষ করে পার্ক দে প্রিন্সেসের ম্যাচে নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবিরোধী ব্যূহ থাকবে। আজ রাতে পার্ক দে প্রিন্সেসে হাজারখানেক পুলিশ কর্মকর্তা থাকবেন, যাঁরা নিশ্চিত করবেন আমরা খেলাধুলার জন্যই সেখানে আছি।’

প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিতে যাওয়া ইসরায়েলের সব অ্যাথলেটকে ২৪ ঘণ্টা ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী দেবে ফ্রান্সের এলিট পুলিশ বাহিনী। অলিম্পিক ভিলেজ কিংবা ভিলেজ ছেড়ে অ্যাথলেটরা বাইরে গেলেও তাঁদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মী থাকবেন।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে ফরাসি পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী আজ ‘স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবাদী কর্মসূচির শঙ্কা’য় রয়েছে। সূত্র আরও জানিয়েছে, ‘গ্যালারি থেকে অপমানজনক ভাষাও ব্যবহার করতে পারেন’ দর্শকেরা কিংবা জাতীয় সংগীতের সময় পতাকা প্রদর্শনের পাশাপাশি দুয়োও দেওয়া হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলকে নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে ফ্রান্সের সক্রিয় গোষ্ঠী ইউরোপ্যালেস্টাইন। তারা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে, গাজায় ‘গণহত্যা’র প্রতিবাদে স্টেডিয়ামের ভেতরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গাজায় যুদ্ধের প্রতিবাদে ইসরায়েলকে প্যারিস অলিম্পিকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল ফিলিস্তিন। কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রধান টমাস বাখ ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ গতকাল ফিলিস্তিনের এই দাবি নাকচ করে দেন। বাখ নিজেকে ‘রাজনৈতিক ব্যবসা’য় জড়াবেন না জানিয়ে বলেছেন, ‘আইওসির অবস্থান খুব পরিষ্কার। আমাদের দুটি জাতীয় অলিম্পিক কমিটি আছে। বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে এটাই পার্থক্য এবং এ বিষয়ে তারা শান্তিপূর্ণভাবে সহ,অবস্থান করছে।’

ফ্রান্সের টিভি চ্যানেল ‘ফ্রান্স ২’কে প্রেসিডেন্ট মাখোঁ বলেছেন, ‘আমাদের দেশে ইসরায়েলি অ্যাথলেটদের স্বাগতম। তাদের অবশ্যই নিজ পতাকার অধীনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, কারণ অলিম্পিক মুভমেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

মাখোঁ আরও বলেছেন, তাদের নিরাপত্তা দেওয়াটা ফ্রান্সের দায়িত্ব। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ নিশ্চিত করেছেন, শুক্রবার অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। মাখোঁ জানিয়েছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিত নেতানিয়াহুকেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ‘স্বাগত’ জানাতেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করায় তিনি সম্ভবত যেতে পারবেন না।

ফিলিস্তিন অলিম্পিক কমিটি এর আগে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আইওসিকে চিঠি পাঠিয়েছে। গাজায় বোমাবর্ষণে অলিম্পিকের ‘ট্রুস’ (আয়োজক শহর যেন আক্রমণের শিকার না হয় এবং অ্যাথলেটরা যেন নিরাপদে অংশ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন) ভেঙেছে ইসরায়েল;চিঠিতে এই অভিযোগ করেছিল ফিলিস্তিন।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ৯ মাসের যুদ্ধে অন্তত ৩৯০৯০ জন নিহত হয়েছেন। মাখোঁ মনে করেন ‘আত্মরক্ষা করার অধিকার’ আছে ইসরায়েলের। তবে গাজায় অবিরাম বোমাবর্ষণকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ও বলেছেন মাখোঁ।

ঘোড়ার উপর অত্যাচার! অভিযোগে অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিলেন তিন বারের সোনাজয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিটেনের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ‘ড্রেসেজ’ তারকা তিনি। ঘোড়ার পিঠে চেপে অলিম্পিক্সে জিতেছেন ছ’টি পদক। তার মধ্যে তিনটি সোনা। সেই শার্লট ডুজারদিনের বিরুদ্ধেই নিজের ঘোড়ার উপর অত্যাচার করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ মেনে নিয়ে প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিয়েছেন তিনি।

ঘোড়াকে অত্যাচার করার শার্লটের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে বেরিয়েছে। যদিও সেটি চার বছর আগের ভিডিয়ো। তার পরেও পদক্ষেপ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস বা ইইআই। শার্লটকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে। তার পরেই প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিয়েছেন শার্লট।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, তশার্লটের একটি ভিডিয়ো সংস্থার হাতে এসেছে। তদন্ত করে দেখা হয়েছে অভিযোগ সত্যি। ঘোড়াকে অত্যাচার করা হয়েছে যা সংস্থার সংবিধানের বিরুদ্ধে। শার্লটও স্বীকার করে নিয়েছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সত্যি। সেই কারণে পদক্ষেপ করেছে সংস্থা। এই ধরনের আচরণের নিন্দা করছএ সংস্থা। শার্লটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিতে। তিনি সেটি করেছেন।ড

নিজের দোষ স্বীকার করে শার্লট একটি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, যে ভিডিয়ো বাইরে এসেছে সেটা চার বছর আগের। আমি নিজের ঘোড়াদের খুব যত্ন করি। সে বার ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি তো পেতেই হবে। তাই আপাতত অলিম্পিক্স থেকে নাম সরিয়ে নিচ্ছি। অন্য কোনও প্রতিযোগিতায় এখন নামব না। যা করেছি তার কোনও অজুহাত নেই। আমি লজ্জিত। ক্ষমাপ্রার্থী।

ব্রিটেনের হয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত দু’টি প্রতিযোগিতাতেই নামার কথা ছিল শার্লটের। এ বার খেললে লরা কেনির রেকর্ড ভাঙতে পারতেন তিনি। দু’জনেরই আপাতত ছ’টি করে পদক রয়েছে। ৩৯ বছর বয়সি শার্লট নাম তুলে নেওয়ায় তাঁর পরিবর্ত হিসাবে বেকি মুডিকে ব্রিটেনের দলে নেওয়া হতে পারে।

ঘোড়াদের অযত্ন হচ্ছে কি না সে বিষয়ে এখন খুব তৎপর ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস। ২০২১ সালে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে ঘোড়াকে বেতের ঘা মারায় জার্মানির এক কোচকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। এ বার শার্লটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল তারা।

রশিদদের থেকে ধর্মশালা নিয়ে নিল ভারতীয় বোর্ড, বদলে অন্য তিনটি মাঠ দিল আফগানিস্তানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে আবার নিজেদের হোম সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। আগে ধর্মশালায় নিজেদের হোম সিরিজ খেলত তারা। এ বার ধর্মশালার বদলে তিনটি মাঠ রশিদ খানদের দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

গ্রেটার নয়ডা, ইনদওর ও কানপুরের মাঠে নিজেদের হোম সিরিজ খেলতে পারবে আফগানিস্তান। প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হবে নয়ডার শহিদ বিজয় সিংহ পথিক স্টেডিয়ামকে। যদি কোনও কারণে সেখানে খেলা সম্ভব না হয় তা হলে ইনদওর ও কানপুরের মধ্যে একটি স্টেডিয়ামে খেলবেন রশিদেরা।

মাঝে চার বছর ভারতের মাটিতে হোম সিরিজ খেলা বন্ধ ছিল আফগানিস্তানের। সেই সময় দুবাইয়ে খেলত তারা। এ বার জুলাই মাসে আবার তাদের অনুমতি দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তার পরেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সাদা ও লাল বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের। কিন্তু উত্তর ভারতে দাবদাহের কারণে তা বাতিল হয়।

সেপ্টেম্বর মাসে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে আফগানিস্তান। ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজরে আগে রশিদদের বিরুদ্ধে খেলবেন কেন উইলিয়ামসনেরা। টেস্টে এই প্রথম দু’দল মুখোমুখি হবে। নয়ডার মাঠে এটাই হবে প্রথম টেস্ট। এর আগে সেখানে ২০১৭ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি এক দিনের ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছে আফগানিস্তান।

গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের অল্পের জন্য সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি আফগানিস্তান। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছে তারা। সাদা বলের ক্রিকেটে তারা কতটা উন্নতি করেছে তা দেখা যাচ্ছে। এ বার লাল বলের ক্রিকেটেও ভাল খেলতে চাইছেন রশিদেরা।

বড় জয়ে এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে বাংলাদেশের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নারী এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে হলে শুধু জয় নয়, বড় জয় দরকার ছিল বাংলাদেশ নারী দলের। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ব্যাটারদের দাপুটে পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তা পেয়েছে নিগার সুলতানার দল।

শ্রীলঙ্কার ডাম্বুলায় আগে ব্যাট করে মুর্শিদা খাতুন (৮০) ও অধিনায়ক নিগার সুলতানার (৬২) ফিফটিতে বাংলাদেশ ২ উইকেটে ১৯১ রান করে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর। এর আগে ২০১৯ সালে মালদ্বীপের বিপক্ষে ২ উইকেটে ২৫৫ রান করেছিল বাংলাদেশ।

রান তাড়ায় মালয়েশিয়ার মেয়েরা বেশি দূর যেতে পারেননি। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান করেছে দলটি। ১১৪ রানের জয়ে রান রেটে (১.৯৭১) থাইল্যান্ডকে (০.০৯৮) ছাড়িয়ে গেলেন নিগাররা। বড় এই জয়ে নেট রান রেট বেড়ে যাওয়ায় নিশ্চিত হয়েছে আজ রাতে শ্রীলঙ্কা-থাইল্যান্ড ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, বাংলাদেশ ‘বি’ গ্রুপে সেরা দুইয়ে থাকছেই। থাইরা লঙ্কানদের অবিশ্বাস্যরকম বড় ব্যবধানে হারিয়ে দিলে বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারে। গ্রুপ রানার্সআপ হলে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে খেলবে ভারতের বিপক্ষে।

রান তাড়ায় মালয়েশিয়া তাদের ইনিংসের শুরুতেই উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে। প্রথম দুই ম্যাচে দলের বাইরে থাকা অভিজ্ঞ পেসার জাহানারা আলমের করা প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার আইন্না হামিজাহ হাশিম কট বিহাইন্ডের ফাঁদে পড়েন। এলসা হান্টার ২৩ বলে ৪ বাউন্ডারিতে ২০ রানের ইনিংস খেলে শুরুর ধাক্কাটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

কিন্তু বাঁহাতি স্পিনার নাহিদা আক্তারের করা পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে আউট হন তিনি। আরেক ওপেনার ওয়ান জুলিয়া ১১তম ওভার পর্যন্ত টিকে ছিলেন, কিন্তু রিতু মনির বলে আউট হওয়ার আগে তিনি ২৫ বলে ১১ রান করেন। এরপর মাহিরাহ ইজ্জাতি ইসমাইলের ২৫ বলে ১৫ রান ছাড়া কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভার খেলে ৮ উইকেটে ৭৭ রানে থামে মালয়েশিয়ার ইনিংস।

বাংলাদেশ দলের ইনিংসের শুরুতে দিলারা আক্তার মেরে খেলেছেন, মুর্শিদা খাতুন দেখেশুনে। তাতেই বাংলাদেশ পাওয়ারপ্লেতে ৫০ রান পেয়ে যায়। যেখানে প্রত্যাশিতভাবেই দিলারার অবদান বেশি ছিল। দুজনের জুটিটা অবশ্য অবিচ্ছিন্ন ছিল ইনিংসের অষ্টম ওভার পর্যন্ত ৬৫ রানের। মাহিরাহ ইজ্জাতি ইসমাইলের বলে পুল শট খেলতে গিয়ে স্কয়ার লেগে ক্যাচ আউট হন দিলারা। ২০ বলে ৪টি চার ও ১টি ছক্কায় ৩৩ রানে থামে তাঁর ইনিংস, স্ট্রাইক রেট ১৬৫।

তিনে নামা অধিনায়ক নিগার অবশ্য দিলারার শূন্যতা বুঝতে দেননি। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে মাঝের ওভারে রানের গতিটা প্রতি ওভারে ৯-এর আশপাশে রাখেন তিনি। ওদিকে ৪৫ বলে ৮টি বাউন্ডারিতে ফিফটি পূর্ণ করেন মুর্শিদা। টানা দুই ম্যাচে এই মাইলফলক পেরোলেন তিনি। মাইলফলক স্পর্শ করার পর অবশ্য মুর্শিদাও রানের গতি বাড়িয়েছেন।

অর্ধশতকের পরের ১৪ বলে ৩০ রান যোগ করে ইনিংসের ১৭তম ওভারে এলসা হান্টারের বলে আউট হন মুর্শিদা। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৯ বলে ৮০ রানের ঝলমলে ইনিংস। ১০টি চার ও ১টি ছক্কা ছিল মুর্শিদার ১৩৫ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসে। তাতে নিগারের সঙ্গে ৫৬ বলে ৮৯ রানের জুটি ভাঙে।

নিগার অবশ্য শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন। অভিজ্ঞ রুমানা আহমেদকে (৪ বলে ৬ রান) নিয়ে ১৮ বলে আরও ৩৭ রান যোগ করেন তিনি। ৩৪ বলে অর্ধশত করে তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৩৭ বলে ৬২ রানে, ১৬৭ স্ট্রাইক রেটের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৫টি চার ও ২টি ছক্কায়। পেসার এলসা ছিলেন মালয়েশিয়ার সেরা বোলার, ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ ২০ ওভারে ১৯১/২ (দিলারা ৩৩, মুর্শিদা ৮০, নিগার ৬২*, রুমানা ৬*; হান্টার ১/২৭, মাহিরাহ ১/৩৫)।

মালয়েশিয়া ২০ ওভারে ৭৭/৮ (হান্টার ২০, মাহিরাহ ১৫; নাহিদা ২/১৩, রিতু ১/২, স্বর্ণা ১/৭, রাবেয়া ১/১০, সাবিকুন ১/১৭, জাহানারা ১/২০)।

ফল বাংলাদেশ ১১৪ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা মুর্শিদা খাতুন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**